বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ সকল সিরিজ অনলাইনে পড়তে

আসসালামু-আলাইকুম ওয়ারহতুল্লাহি-ওয়াবারাকাতুহ।

বিশেষ-দ্রষ্টব্যঃ- বর্তমান আমাদের দেশে অনেক ভাইয়েরা রয়েছে সেটা হানাফি হউক/নাম-ধারি আহলে হাদিস হউক। সৌদিকে কেউ ভাল চোখে দেখেনা। আর যেটা করে না দেখে করে।শুধু বিদ্বেষ-বিদ্বেষ-ঘৃণা।আরও বলে কিনা সৌদি আরবে "আলেম নেই'। আসুন বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে,একটাই অনুরোধ মন সাফ করে বুঝে পড়বেন।(যদি ভুল সংশোধন করতে বা আপনার নিজের মনের ভিতরের ময়লা গুলি দূর করতে চান।একান্ত সেটা আপনার ব্যাপার।

রাসুল (সাঃ)বলেনঃ

" মানুষ হন্যে হয়ে ইলম অনুসন্ধান করবে,

তবে মদিনার আলেমের চেয়ে অধিক-বিজ্ঞ কোন আলেম তারা খুজে পাবেনা।"(সহীহ মুসলিম-372, নাসাঈ:৪২৭৭)

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 days ago news, read online articles, বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ, সৌদি আরব-The Land of Tawheed

➢ ●সৌদি কি ইসরায়েলের দালাল!?

- ------------আসুন জেনে নেই।----------
- ━━━━━━━━━━━━
- একের পর এক মিথ্যাচারে জর্জরিত তাওহীদের ভুমি সৌদিআরব! সমস্ত বাত্বিলপন্থীদের গাত্রদাহ যেন কিছুতেই থামছে না! স্বরনকালের সবচেয়ে বেশি তথ্যসন্ত্রাসের শিকারও হচ্ছে এই দেশটি!
- আমাদের বিবেচনায়, সৌদি সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা গুলোর একটি হচ্ছে "তাদের হাতে আন্তর্জাতিক মানের কোন মিডিয়া না থাকা এবং রাষ্ট্রনেতাদের প্রচারবিমুখী মনোভাব"! যার ফলে বিশাল অংকের অর্থ সহযোগীতা এবং সহায়ক ফরেন পলিসিও চাপা পড়ে যাচ্ছে শত্রুদের নানাবিধ প্রোপাগান্ডায়!
- যেহেতু বর্তমানে মিডিয়া নামক জন্তুটা ডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্টলি প্রায় পুরোটাই ইহুদী/নাসাদের দখলে। মিডিয়ায় যা দেখানো হচ্ছে, অধিকাংশ মানুষ তাই সরল মনে বিশ্বাস করছে। যার ফলে পর্দার অন্তরালের খবরগুলো হামেশাই চাপা পড়ে যাচ্ছে! এই মিডিয়া দ্বারাই কন্ট্রোল করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের মন-মগজ। যে কারণে মানুষের বিচার বুদ্ধি দিনকে দিন লোপ পাচ্ছে! সত্যি বলতে বর্তমান সময়ে প্রায় ৯৯% মিডিয়াই হয়ে গেছে সৌদিআরবের সবচেয়ে বড় শত্রু!
- . পার্স টুডে, শিয়া আলো, শিয়া দিগন্ত, শিয়ান্তর, মিডেল ইস্ট শিয়া মনিটর, ইয়াহুদী জাজিরার মত হলুদ মিডিয়ার খবরগুলো যখন মুক্ত হস্তে আমাদের মুসলিম ভাইদের দ্বারা বিলিকরণ হয় সৌদি বিরোধী প্রচারনার অংশ হিসেবে, তখন বলার মত কোন ভাষা অথবা সুচিন্তা করার মত বিবেকবোধ থাকেনা!
- আফসোসের পাশাপাশি বিস্মিতও হই, আমাদেরই কিছু ভাইয়ের কর্মকান্ড দেখলে!এরা এমনসব পত্রিকার রেফারেন্স এনে সৌদিকে ইসরাইলি দালাল হিসেবে প্রমান করতে চায়, যে পত্রিকাগুলো এক সময় তাদের নেতাদেরকেই ধর্ষক বানিয়েছিল!
- নিজেরা কখনোই দেশীয় মিডিয়ার প্রতি নূন্যতম আস্থা রাখেনা যখন তা তাদের নিজের, নিজ দলের অথবা দলীয় নেতার বিরুদ্ধে যায়! কিন্তু একই প্রোপাগান্ডা যখন আরবের বিরুদ্ধে বিশেষ করে সৌদিআরবের বিরুদ্ধে করা হয়, তখন নিজেদের বিদ্বেষী চশমাটা খুলে একটু যাচাই-বাচাইয়ের প্রয়োজন-ই বোধ করেনা বরং তা মুক্ত হস্তেই বিলি করে দেয়!
- . সৌদিআরব ও ইসরাইলের মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা এমন একটি প্রশ্নের জবাবে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল আল-জুবায়ের মিশরের সিবিসি টেলিভিশন চ্যানেলের সাথে সাক্ষাতকারে বলেন""সৌদি আরবে সাথে ইসরায়েলের মধ্যে নুন্যতম কোন সম্পর্ক নেই,
- এবং এটা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি বিরোধী"
- নিউজ লিংক : http://www.arabnews.com/node/1197791
- . অত্যন্ত দু:খ ও পরিতাপের বিষয় হল ইয়াহুদী নাসারাদের পাশাপাশি শীয়া এবং এদেশীয় বামপন্থী মিডিয়ার খবরগুলো কতিপয় লোক যাচাই বাছাই ছাড়াই দলিল হিসেবে পেশ করছে! চিন্তা করুন তো, আপনি দাবিতে একজন মুসলিম অথচ এসব ফাসেক মিডিয়ার নিউজ কি করে ওহির মত বিশ্বাস করছেন? আপনার কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা এই কথাটি স্বরণ নেই? যেখানে আমাদের রব বলেছেন,
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
- -হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।
- [সূরা হুজুরাত ৬]
- . পর-সমাচার এই যে, গত এক বছর ধরেই একটা বিষয় খেয়াল করলাম , একদল লোক যেকোন ভাবেই সাউদিকে ইসরাইলের দালাল হিসেবে অথবা বর্তমান সৌদি সরকারকে ইসরাইলী এজেন্ট প্রমাণের আপ্রান চেষ্টা করছেন! অথচ প্রচারবিমুখ সৌদি সরকার তা পুরোপুরি অস্বিকার করার পাশাপাশি উল্টো মুসলিমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অব্যহত রেখে তার প্রমানও দিচ্ছে কিন্তু তারপরেও হেটারদের মিথ্যাচার কি থেমে আছে?
- . বছরের প্রথমদিকের একটি নিউজ ছিল এমন :
- "সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের গোপনে ইসরাইল সফর করেছেন"!
- নিউজটা শুনলে যে কেউই প্রথমে টাস্কি খাবেন!
- কেননা যেখানে মুসলিম সরকারগুলো প্রকাশ্য সফর করতে গেলেও শতবার চিন্তাভাবনা করবেন সেখানে সাউদির মত একটা দেশের ভবিষ্যৎ বাদশার "গোপনীয়" সফর রীতিমত আতঁকে উঠার মতই!

- এটাকে নিয়ে মিথ্যুকরা ব্যাপক প্রচারনা চালায় কিন্তু একবারের জন্যেও চিন্তা করেনা যে আজকালকার মিডিয়ার যুগে রাষ্ট্র নেতাদের সফরগুলো গোপন থাকেনা বরং তা এক সময়ে প্রকাশিত হয়ে যায়!
- পরিতাপের বিষয় হল, আজ পর্যন্ত কেউ ক্রাউন প্রিন্সের সফরের একটা ছবিও দেখাতে পারেনি কিন্তু তারপরও লিংক বিলিকরণ থেমে নেই! অনলাইনে ব্যাপক প্রচারণার কারণে বিষয়টি সৌদি গভর্নমেন্টের নজরে আসে এবং তারা তাৎক্ষনিক বিবৃতি দেয় যে, "যুবরাজ তো দুরের কথা কোন সৌদি সরকারী কর্মকতাই ইসরাইল সফর করেনি! সাউদির জাতীয় পত্রিকা খোদ এসব মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করেছে!লিংক : http://saudigazette.com.sa/article/520018
- . এর ঠিক কয়েকমাস পরেই আল কুদুসকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ইসরাইলী সেনারা ব্যাপক ধর-পাকড়/হত্যাকান্ড চালায় ফিলিস্থিনিদের উপর! আবারো শুরু হয় সৌদি বিরোধী প্রচারণা!
- এই সুযোগে আমাদের তথাকথিত খলীফাহ মুখোরোচক কিছু কথা বলে মিডিয়াপাড়া মাতিয়ে ফেলে! কথাগুলো অনেকটা এরকম:
- "ইসরাই কে মাটির সাথে মিশিয়ে দিব" !
- "প্রয়োজনে সেনা পাঠাবো"!
- "ইসরাইল সন্ত্রাসী রাষ্ট্র" !
- "নেতানিয়াহু একজন কিলার" ব্লা ব্লা ব্লা!
- কিন্তু কার্যত ফিলিস্থিনিদের জন্য কিছু করা অথবা নির্যাতন বন্ধে উদ্যোগী হওয়ার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি ! পরক্ষণে সেই সাউদি বাদশাই দৌড়ঝাপ করে, কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে এই নির্যাতন বন্ধ সচেষ্ট হন। যার কৃতজ্ঞতা স্বরুপ ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস সৌদি বাদশার ব্যাপক প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানান !
- লিংক :
- http://saudigazette.com.sa/article/524122/World/Mena/Abbas-thanks-Saudi-King-for-firm-position-on-Jerusalem
- . কয়েকদিন পর স্পট ভাষায় সাউদির ক্রাউন প্রিন্স ও মন্ত্রী ড.আওয়াদ আল আওয়াদ ঘোষণা করেন,
- "আল কুদুস হচ্ছে সৌদি বাদশা, সৌদি প্রিন্স ও সৌদি জনগনের দেহের একটি অংশ! আমাদের অবস্থান স্পট, আমরা কখনোই এটাকে ইসরাইলি রাজধানী হিসেবে মেনে নেব না বরং আমরা ফিলিস্থিনি জনগনের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে লড়াই করে যাবে!
- লিংক : http://saudigazette.com.sa/article/523874
- . সর্বশেষ নিউজ হচ্ছে, গত এপ্রিলে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় শহর দাহরানে আরব লীগের ২৯তম সম্মেলন শেষ হয়! এই সম্মেলনকে ‘জেরুজালেম স্যামিট’ হিসেবে অ্যাখ্যা দিয়ে সৌদি বাদশাহ বলেন, "আমরা জেরুজালেম বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তকে আবারও জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। পূর্ব জেরুজালেম ফিলিস্তিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসময় জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ট্রাম্পের সিদ্বান্তকে অবৈধ ঘোষনা করা হয়"!
- তারপরেই ফিলিস্থিনিদের জন্য প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান ঘোষনা করেন বাদশা সালমান হাফিযাহুল্লাহ।
- লিংক: http://saudigazette.com.sa/article/532764/SAUDI-ARABIA/King-Salman-donates-$150m-for-Jerusalem-Islamic-endowments
- চোখ বন্ধ করে একবার চিন্তা করুন তো ১৫০ মিলিয়ন ডলার অনুদান! নিজ পকেট থেকে কখনো ১ হাজার টাকার একখানা নোট দিয়েছিলেন রাস্তায় দাড়িয়ে থাকা ওই ভিক্ষুকের থালায়?
- আপনার মত লোকের পকেট থেকে ১০০ টাকার একটা নোট ভিক্ষুকের জন্য বেরোতেই কলিজাটা ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় অথচ সেই আপনিই কোন মুখে তাদের সমালোচনা করেন , আল্লাহর রহমতের পরেই যাদের অনুদানে আজকের এই ফিলিস্থিন টিকে রয়েছে?
- . শেষ কথা :
- বর্তমানে হেটারদের পাশাপাশি চরমপন্থী দলগুলো সুকৌশলে পুরো উম্মাহর অন্তরে সৌদি বিদ্বেষী বীজ বপন করে দিচ্ছে! ওদের মুল টার্গেট কিন্তু গঠনমুলক সমালোচনা নয় বরং এই দেশটিকে ধংস করার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তাওহীদের প্রচার/প্রসারের রাস্তাকে রুখে দেয়া!
- একটা মোদ্দা কথা মনে রাখা জরুরি, আপনি যখনি কোন শাসকের প্রতি অন্তরে ঘৃনা/বিদ্বেষ পুষে রাখবেন
- একটা সময় তা কিন্তু তাক্বফিরের দিকে মোড় নিতে পারে! আবার ওই বিদ্বেষ আস্তে আস্তে সাধারণ জনগন /আলেমসমাজের প্রতিও ছড়িয়ে পড়ে! যার বাস্তবতা আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি।
- .

https://sarolpoth.blogspot.com/(জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে

- একটু স্বরণ করিয়ে দেই মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা বা তাদের অনিষ্টের ইচ্ছা করার শাস্তি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি এ শহর অর্থাৎ মদীনাবাসীদের সাথে অনিষ্টের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিঃশেষ করে দিবেন, যেমন লবন পানিতে নিঃশেষ হয়ে যায়।" [মুসলিম:১৩৮৬]
- সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কেউ মদিনাবাসীর সাথে ষড়যন্ত্র বা প্রতারনা করবে, সে লবন যেভাবে পানিতে গলে যায়, সেভাবে গলে যাবে। [বুখারী - ১৭৫৬]
- সুতরাং যদি সৌদি শাসকগোষ্ঠী মদিনা বিরোধী কোন কর্মে লিপ্ত থাকেন তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা অচিরেই তাদেরকে ধংস করে দিবেন আর যদি বহিরাগত কেউ এরূপ কর্মে লিপ্ত থাকেন, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদেরকেও যেন নিঃশেষ করে দেন। আ-মীন।
- সুন্নাহর পথযাত্রী

➢বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ——(পর্বঃ১)

- ------------------------------------
- মধ্যযুগে ক্রুসেডার এবং খারেজীরা মুসলিম কাফেলাতে ডাকাতি করে সেখান থেকে ছোট ছোট বাচ্চাদের অপহরণ করে নিয়ে যেত। পরবর্তীতে এদেরকেই মুসলমানদের বিরূদ্ধে ব্যবহার করত। এতে তাদের সন্তানরা নিরাপদ থাকত। যুদ্ধটা হত মুসলমানে মুসলমানে।
- যেসব মুসলমানরা অমুসলিম এবং খারেজীদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করত তারা জানতই না তারাও মুসলমান। নেশা এবং রাজকীয় জীবনে অভ্যস্ত করে ধীরে ধীরে এদের নিজস্ব চিন্তা শক্তি বিলুপ্ত করে অতীত মুছে দেওয়া হত।
-
- এধরনের অপহরণের ঘটনা বর্তমানে নেই, কিন্তু মুসলমানদের পরষ্পরের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ এবং মিথ্যা অপবাদ দেওয়া কিন্তু থেমে নেই মুসলমানদের মাঝে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপের দিক দিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানরা সবার চেয়ে এগিয়ে থাকবে। এদের মাঝে বাঙ্গালীরা প্রথম স্থান দখল করবে। কেন এমনটা হচ্ছে?
- আমরা আসলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ভুল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মিডিয়া সন্ত্রাসের শিকার। ছোটবেলা থেকেই মুখস্ত বিদ্যা, মিডিয়ার ভুল তথ্য এবং মিথ্যা ইতিহাসের মাধ্যমে আমাদের বড় করা হয়। চাকুরীর মোহে বিলাসি জীবন-যাপনের লোভে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে পড়ি এসব মুখস্ত বিদ্যাতে। নেশায় আসক্ত রোগীর মত আমাদের নিজস্ব চিন্তা শক্তি লোপ পেতে থাকে এবং ভুলে যাই অতীত ইতিহাসকে।
-
- বৃটিশরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবেই প্রণয়ন করেছে, যেন আমরা সংশয়বাদী হয়ে উঠি। নিজেদের পরিচয় ভুলে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করি এবং ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে একে অপরকে আক্রমণ করে বসি। সেই বৃটিশ আমল থেকে বাঙ্গালী মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী বিদ্বেষের শিকার সৌদী আরব এবং সেখানকার আলেমগণ।
-
- সৌদীর প্রতি ইসলাম প্রিয় তৌহিদী বাঙ্গালী মুসলমানগণের বিদ্বেষের প্রধাণ কারন হলো "রাজতন্ত্র"। রাজতন্ত্রে সাধারণত একজন রাজা তার মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যান। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই খোলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমী, উসমানীয় খিলাফত, সেলজুক, আইয়্যুবীয়, মামলুক সালতানাতের প্রায় সবাই উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন আরোহণ করেছেন।
-

- যারা "রাজতন্ত্র হারাম" বলে ফতোয়া দেন তারা কি দয়া করে বলবেন, রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকার নিয়োগ করা হারাম হলে খিলাফত এবং সালতানাতে উত্তরাধিকার নিয়োগ হালাল হয় কি করে? আর যদি খিলাফত, সালতানাত, রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকার নিয়োগ হারাম হয়, তাহলে এত বছর ধরে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা টিকে ছিলো কিসের ভিত্তিতে?
-
- সৌদী আরবের প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের বিদ্বেষের আরেকটা অন্যতম কারন হলো, সৌদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ বিন সৌদ উসমানীয় খিলাফতকে ধ্বংস করে সৌদী আরব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস কি বলে?
-
- নূর উদ্দীন জঙ্গী (রহঃ) ছিলেন সেলজুক সুলতান। সেলজুক সালতানাতের পতন হয়েছিলো তাঁরই শিষ্য এবং বন্ধু সুলতান আইয়্যুবী (রহঃ) এর হাতে। আইয়্যুবী সালতানাতের পতন হয়েছিলো আরেক বীর মামলুক সুলতান রোকন উদ্দীন বাইবার্স (রহঃ) এর হাতে।
-
- অযোগ্য শাসকের দূর্বল অবস্থানের কারনে সিংহাসনের যখন নড়বড়ে হয়ে যায়, তখন রাজ্যের ছোট ছোট রাজারা নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে আর না হয় অন্য কেউ সে সিংহাসন দখল করে। উসমানীয় খেলাফতও ছিলো তখন অযোগ্য শাসকদের দখলে।
-
- মুহাম্মদ বিন সৌদ এবং খিলাফতের যুদ্ধকে অনেকে ধর্মীয় যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করে বিকৃত করে থাকেন। ইতিহাসে মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ নতুন নয়। সালাহউদ্দীন আইয়্যূবী কে তাঁর চাচাত ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। বাদশাহ হুমায়নের সাথে শের শাহের যুদ্ধ হয়েছে। সম্রাট আলমগীরকে তাঁর আপন ভাইদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে।
-
- কে কিভাবে সিংহাসনে বসলো তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সিংহাসনে বসে তিনি কি করেছেন? মুহাম্মদ বিন সৌদ কি করেছেন, সেটা দেখার আগে আমরা দেখি খোদ খিলাফতের কেন্দ্রস্থল তুরস্কে কি হয়েছে?
-
- ক্ষয়িষ্ণু খিলাফাতের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে মোস্তফা কামাল পাশা। সে এসে মসজিদ, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়। কোরআন পাঠ, আযান, দাড়ি, টুপি, হিজাব নিষিদ্ধ করে। ইসলামকে বিলুপ্ত করার জন্য এমন কোন হীন কাজ নেই যা সে করে নি। অথচ ইতিহাস একেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে কামাল আতাতুর্ক বা তুরস্কের পিতা নামে।
-
- যখন খিলাফতের শাসকরা খোদ নিজের দেশেই খিলাফত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি, তখন প্রায় ২৫০০ কিঃ মিঃ দূরের জাযিরাতুল আরবকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখত?
-
- মুহাম্মদ বিন সৌদ সৌদী আরবের রাষ্ট্র ক্ষমতায় না এসে যদি বৃটিশরা আসত এবং ধর্মের নামে শিরক-বিদআত ইত্যাদি কুসংস্কার চালু করত; কিংবা কামাল পাশার মত সেক্যুলাররা ক্ষমতা দখল করত, তখন সেটা কি আমাদের জন্য খুব ভালো হত?
-
- মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেছিলেন, "পশ্চিমের শুয়োর সাদা হইতে পারে, পূর্বের শুয়োর কালো হইতে পারে কিন্তু সব শুয়োরেই হারাম। শোষণ করা ছাড়া শাসকের কোন জাত নাই, ধর্ম নাই।" শাসকের কাছে ধার্মিকতা আশা করা বৃথা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বেশির ভাগ শাসকই ধর্ম-কর্মের তেমন একটা ধার ধারেন না, বিলাসী জীবন-যাপন করেছেন।
-
- প্রশ্ন হলো, শাসক কি ধর্ম-কর্ম পালনে জনগণকে কোন বাধা প্রদান করছে কি না? জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে কি না? রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটছে কি না? অপরাধীর বিচার হচ্ছে কি না?
-
- সৌদী রাজ পরিবার আমাদের আদর্শ নয়, শাসক ও নয়, আমাদের পররাষ্ট্র নীতি ভারত এবং আমেরিকামুখী। শিক্ষা ব্যবস্থা সেক্যুলার এবং কমিউনিস্ট মুখী। সৌদী আরবের কারনে বাংলাদেশের কি এমন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে?
-
- যেহেতু সব কিছুর সমালোচনা আমাদের মুদ্রাদোষ, আমরা সমালোচনা করবোই। কিন্তু সে সমালোচনা রাজ পরিবার থেকে নামতে নামতে গ্র্যান্ড মুফতি থেকে শুরু করে বাইতুল্লাহ, মসজিদে নববীর সব আলেম ওলামাকে দরবারী আলেম গালাগালি করতে করতে অনেকে চলে যান মক্কা-মদীনাকে দাজ্জালের কবল থেকে মুক্ত করতে জিহাদের ময়দানে।
-

https://sarolpoth.blogspot.com/(জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে

- আগেই বলছি, শাসককে আপনি সারাদিন গালি দেন আপত্তি নেই। আপত্তিটা আসে তখন, যখন দেখি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে অনেকে সীমা অতিক্রম করে নিচের দিকে নামতে থাকে।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)
- [বিঃদ্রঃ সৌদির দালালী নয় বরং মানুষের ভুল ধারণা ভেংগে দেয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য]

➢বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ--২

- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --------------
- চেঙ্গিস খান ছিলো সাধারণ গোত্র প্রধানের পুত্র। এক সময় তিনি বিশাল মোঙ্গল সম্রাজ্য গঠন করেন। রোকনউদ্দিন বাইবার্স ছিলো একজন মামলুক মানে দাস। তাঁর হাত ধরেই মিশরে মামলুক সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্রাহাম লিংকন ছিলেন উইগ পার্টির সদস্য। এক সময় তিনি রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেন এবং এই পার্টির জনপ্রিয়তায় উইগ পার্টি বিলুপ্ত হয়ে যায়।
-
- ইতিহাসটাই এমন যে কোন সম্রাজ্য বা দলের শুরু হয় সাধারণ কারো হাত ধরে। এসব সাধারণ লোকেরা তাদের আশেপাশের রাজ্যগুলো দখল করে বিশাল সম্রাজ্য গঠন করে, না হয় কোন প্রতিষ্ঠিত সম্রাটকে পরাজিত করে সে সম্রাজ্য দখল করে, অথবা তাদের প্রভাবে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কালের পরিক্রমায় সেসব শাসককে শুভাকাংখীরা নায়ক এবং বিরোধীরা খলনায়ক হিসেবে দেখতে পছন্দ করে। বাদশাহ মুহাম্মদ বিন সৌদ ও মুক্ত নয় এ থেকে।
-
- মুহাম্মদ বিন সৌদের পর বাঙ্গালীরা যার উপর সবচেয়ে বেশী বিদ্বেষ পোষণ করেন তিনি হলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব। ভারতবর্ষে "ওহাবী" বলে একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ এই তিনদেশের নাগরিক ছাড়া আপনি অন্য কোন দেশের নাগরিকদের কাছে ওহাবী মতাদর্শের নাম শুনবেন না।
-
- মুসলিম ঐতিহাসিক গোলাম আহমেদ মোর্তজা তাঁর "ইতিহাসের ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সুচতুর বৃটিশরা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের নামে কুৎসা রটিয়ে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্যই "ওহাবী" মতবাদ আমদানি করে।
-
- মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের আমাদের দেশের ইসলাম প্রিয় তৌহিদী জনগণ যে অভিযোগটি করেন তাহলো, তিনি মুহাম্মদ বিন সৌদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলিম খেলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস করেন। মুসলিম খিলাফতের ভিতরের শিরক-বিদআত সেসব নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো তার আগে দেখি ইতিহাস কি বলে?
-
- মুহাম্মদ বিন সৌদ এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব ১৭৪৪ সালে দিরিয়া আমিরাত নামে প্রথম সৌদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ বিন সৌদ ১৭৬৫ সালে এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব ১৭৯২ সালে মারা যান। ১৮১৮ সালে ওসমানীয় শাসক মুহাম্মদ আলী পাশা ও তার পুত্র ইবরাহীম পাশার সাথে সৌদী বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন সৌদের যুদ্ধ হয়।

-
- যুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন সৌদ পরাজিত হন। বিদ্রোহের অপরাধে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয় এবং প্রথম সৌদী রাষ্ট্রের সেখানেই পতন হয়। এখানে দেখা যায় খেলাফতকে তারা ধ্বংস করেন নি, উল্টো খেলাফতই তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে। অর্থাৎ আমাদের খেলাফত প্রেমিক ভাইয়েরা বোঝে অথবা না বোঝেই তাদের বিরূদ্ধে খেলাফত ধ্বংসের অভিযোগ করে থাকেন।
-
- অনেক তথাকথিত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবকে বৃটিশদের দালাল তকমা দিয়ে থাকেন। আপনি যদি উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী আন্দেলনের নেতা সৈয়দ আহমেদ, শাহ আহমেদ, হাজী শরীয়তউল্যাহ, তীতুমীরের আন্দেলন পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে "ওহাবী আন্দোলনের নেতা" হিসেবে। এমনটা কি কল্পনা করা যায়? গুরু বৃটিশদের লোক, আর শিষ্যরা আন্দোলন করছে বৃটিশদের বিরূদ্ধে!
-
- আমাদের এক শ্রেণীর তথাকথিত মুজাহিদ ভাইয়েরা উনাকে দরবারী আলেম উল্লেখ করে প্রায় সময় যে প্রশ্নটা করে থাকেন তাহলো, হাসান বসরী (রহঃ), আবু হানিফা (রহঃ), ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) এর মত আলেমগণ যেখানে শাসকদের বিরোধীতা করে রোষানলে পড়েছেন, সেখানে তিনি কি করে মুহাম্মদ বিন সৌদের মত শাসকের সাথে হাত মিলিয়েছেন?
-
- আমাদের বেশির ভাগ লোকের সমস্যা আমরা হয় অর্ধ গ্লাস পানি, না হয় অর্ধ গ্লাস খালি দেখি। পুরো গ্লাসের অবস্থাটা দেখি না। আমাদের ব্রেণটাও আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গির মতই অর্ধেক।
-
- খাজা নিযামউদ্দীন তুসি ইতিহাসে যিনি নিজামুল মূলক নামে পরিচিত। নূরউদ্দীন জঙ্গী (রহঃ), সালাহউদ্দীন আইয়্যুবী(রহঃ), ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর মত জ্ঞানী গুণী যার প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন তিনি ছিলেন সেলজুক সালতানাতের উজীরে আযম। বাদশাহ আকবরের নবরত্নের মাঝে মোল্লা দো পেঁয়াজো নামে একজন আলেম ছিলেন, যিনি বাদশাহ আকবরকে অনৈসলামিক কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ) এক মুরীদ।
-
- শাসকের খারাপ কাজের বিরোধীতা করা যেমন আলেমগণের দায়িত্ব, তেমন শাসকের কাছে থেকে তাকে সদুপদেশ দেওয়াটাও আলেমগণের দায়িত্বের মাঝে পড়ে। আলেমরা যদি শাসকের দরবার থেকে সরে যান, তাহলে দরবারের আসনগুলো জালেমদের দখলে চলে যায়। যেমনটা স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে হয়ে আসছে।
-
- খিলাফতের অধীনে তখন মানুষেরা ব্যাপক ভাবে কবর এবং পীর পূজা শুরু করেছিলো। যখন তিনি দেখলেন মানুষদের মাঝে শিরক-বিদআত ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং কেউ এগুলোকে নিষেধ করছিল না, কেউ মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকছিলও না, তখন তিনি শিরক-বিদআত থেকে মানুষকে মুক্ত করে আল্লাহর পথে আসার আহবান জানালেন।
-
- অনেকেই উনার আহবানে সাড়া দিলেন আবার অনেকেই উনার বিরোধীতা শুরু করলেন। বিরোধীরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করলে তিনি দিরিয়া হিজরত করেন। তখন দিরিয়ার রাজা ছিলেন মুহাম্মদ বিন সৌদ। তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবকে তাঁর রাজ্যে চিরস্থায়ীভাবে থাকার অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে দু'জনের সম্পর্ক বন্ধুত্ব থেকে বেয়াইয়ে উত্তীর্ণ হয়।
-
- এখানেও আমাদের দেশের অনেক অতি মুজাহিদ ভাইয়েরা বলতে পারেন, তিনি দিরিয়াতে হিজরতে না গিয়ে খিলাফতের অধীনে থেকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারতেন। তিনি যদি এতই দ্বীনদার হতেন, তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মত জেলে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন।
-
- প্রিয় জিহাদী দোস্ত ও বুযুর্গ, হাসান বসরী (রহঃ), ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম তাইমিয়্যা (রহঃ) দ্বীনের খিদমত করতে গিয়ে ঘর-সংসার করেন নাই বা করতে পারেন নাই। কিন্তু যেসব আলেমগণ ঘর-সংসার করেছেন তাদের পরিবার-পরিজনের দিকেও নজর দিতে হবে।
- আলেমরা জেলে গিয়ে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হোক, তাদের সন্তানেরা ঠান্ডায় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হোক, তাদের স্ত্রীগণ অসহায় হয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করুক আর আমরা মশারীর ভিতর কম্বলের তলে বসে বসে জিহাদী স্ট্যাটাস দিব। এধরনের মুজাহিদের সংখ্যা আমাদের দেশে লাখে লাখে।
-

- যে জাতি আলেমদের তাবিজ, কবজ, পানি পড়া, ফিতরা, যাকাত ইত্যাদির উপর পর নির্ভরশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখতে অভ্যস্ত, সে জাতি সৌদী আরবে আলেমদের ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী অফিস-আদালতে সম্মানের সহিত কাজ করতে দেখে লজ্জা অনুভব না করে বিদ্বেষ পোষণ করতেই পারে।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)
- [বিঃদ্রঃ সৌদির দালালী নয় বরং মানুষের ভুল ধারণা ভেংগে দেয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য]

বাংগালীর সউদি বিদ্বেষ পর্বঃ--৩

- ——————— ————
- শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাবের পিতা তাঁর সংস্কার কার্যক্রমে বাধা প্রদান করেছিলেন। তাঁর ভাই সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহাব শায়খের সমালোচনা করে "আস্ সওয়ায়েকুল এলাহিয়াহ্ ফিররদ্দে আলাল ওয়াহ্হাবিয়াহ্" নামক একটি বই লেখেন। উয়ায়নার আমীর ওসমান বিন হামদ বিন মোআম্মার যিনি শায়খের বন্ধু এবং আত্মীয় ছিলেন তিনি শায়খকে তার এলাকা থেকে বের করে দেন।
-
- আমাদের দেশে যারা শায়খের বিরোধীতা করেন, তারা সাধারণত শায়খকে খেলাফত ধ্বংসের জন্য দোষারোপ করেন। কেউ কেউ উনাকে বৃটিশদের দালালও বলে থাকেন, কেউ উনার বিরুদ্ধে ইসলাম ধ্বংসের অভিযোগও করে থাকেন, কেউ আবার উনাকে জঙ্গীবাদী (সন্ত্রাসবাদী) আখ্যা দিয়ে থাকেন। শায়খের বিরোধীতাকারীদের জবাব দেওয়ার আগে ওসমানী খেলাফতের সময় ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু আরবে কি হচ্ছিলো আমরা সেই চিত্রগুলো একটু দেখে নেই—
-
- জাবিলায় ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ যায়দ বিন খাত্তাব এর কবরে পূজা হচ্ছিল। গোবায়রা উপত্যকায় জেরার বিন আজদরের কবর বিদ'আতের প্রদর্শনীতে পর্যবসিত হয়েছিলো। বলিদাতুল ফিদা নামক স্থানে বান্ধ্যা নারীরা সন্তান লাভের আশায় একটি প্রাচীন বৃক্ষের সাথে আলিঙ্গন করত। দরঈয়াতে কোন কোন সাহাবার কবর জাহেলী আকীদাসমূহের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিলো। দরঈয়ার নিকটবর্তী একস্থানে একটি গুহায় লজ্জাকর ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। এক কথায় বলতে গেলে আরবের অনেকেই নৈতিক সীমা অতিক্রম করে জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যাচ্ছিলো। পরিতাপের বিষয় এই যে, সব কিছুই ইসলামের নামে হচ্ছিলো।
-
- শতাব্দীব্যাপী শিরক ও বিদআ'তে লিপ্ত থাকায় শিরকী আকীদাসমূহ তাদের অন্তরে এরূপ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের বিরাট একটা অংশ এসব অনাচারকেই আসল দ্বীন বা প্রকৃত ইসলাম বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলো। পক্ষান্তরে যে কতিপয় আলেম ফীকহ এবং হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তারা সত্য প্রচারের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব যখন এসব অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন তখন অনেকেই তাঁর শত্রু হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয় এবং আপনজনেরা তাকে বিপদে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
-
- আবদুল ওয়াহাব ছিলেন সেই সময়ের একজন বিখ্যাত আলেম, তিনি হুরায়মালার কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি শায়খের ওস্তাদও। তবে সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি শায়খের পিতা। সন্তান যত বড়ই হোক সব পিতাই সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। শায়খের পিতাও এই

মানবিক গুণের উর্ধ্বে ছিলেন না। শায়খের জীবনের কথা চিন্তা করে তাঁর পিতা আতংকিত হলেন। পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণপূর্বক শায়খ দাওয়াতের গতি কিছুটা মন্থর করেন কিন্তু পশ্চাদপসরণ করলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অবিরাম গতিতে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।

- শায়খের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহাব হুরায়মালার কাজী হন। প্রথম দিকে তিনিও শায়খের বিরোধীতা করেন এবং তাঁর সংস্কার কার্যক্রমের সমালোচনা করে পুস্তক প্রণয়ন করেন। সোলায়মানের বিরোধীতা তীব্র আকার ধারণ করলে শায়খ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের সমবেত করে তাঁর সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করেন। জ্ঞান পিপাসু ছাত্ররা দলে দলে শায়খের নিকট আসতে শুরু করে। এসব যুবকেরা স্বপ্রণোদিত হয়ে শায়খের বিভিন্ন উপদেশমূলক বক্তব্য, আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহাব তাঁর ভুল বুঝতে পেরে স্বীয় ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

- দাওয়াতের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করার পর শায়খ অনুভব করলেন, মুসলিম জাহানের প্রত্যেক প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা থাকায় আন্দোলনে সাফল্য লাভ কঠিন হবে। অবস্থা এমন ছিলো যে হুরায়মালার মত ছোট্ট একটি ভূখন্ডের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দু'টি গোত্র পরস্পর দ্বন্ধে লিপ্ত ছিলো। তিনি অনুভব করলেন কোন শাসনকর্তার সহযোগিতা না পেলে আন্দোলন সর্বত্র দ্রুত সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উয়ায়নার শাসনকর্তা আমীর ওসমান বিন হামদ্ বিন মোআম্মাররে সাথে পত্র বিনিময় করলেন, এবং আমীরকে সত্য গ্রহণে সম্মত দেখে উয়ায়নায় হিজরত করলেন। সেখানে তিনি জওহরা বিনতে আবদুল্লাহ বিন মোআম্মারের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

- উয়ায়নানাতে শায়খের আন্দোলন ও সংস্কার প্রচেষ্টা যখন সাফল্য ও পূর্ণতা লাভের পথে অগ্রসর হচ্ছিলো এমন সময় সেখানে একটি ঘটনা ঘটলো। জনৈকা বিবাহিত নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে শায়খ প্রস্তারাঘাতে তার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় দূর্বল চিত্তের মুসলমান বিশেষ করে যারা ব্যভিচারে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাদের একদল এহ্ছা ও কোতায়ফের শাসনকর্তা সোলায়মান বিন মোহাম্মদ আজিজুল হুমায়দীর নিকট গমন করে তাকে শায়খের বিরূদ্ধাচরণে প্রস্তুত করে। এ লোকটি উচ্ছৃঙ্খল এবং লম্পট প্রকৃতির ছিলো।

- তার আশংকা ছিলো মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব তার রাজ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন। ফলে সে উত্তেজিত হয়ে শায়খকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে আমীর ওসমানের নিকট পত্র লিখলো। আমীর ওসমান সোলায়মান হুমায়দীর নিকট হতে মোটা অংকের বাৎসরিক সাহায্য পেত। ফলে ওসমানের উপর এর দারুণ প্রভাব পড়লো। সে শায়খকে উয়ায়নানা থেকে চলে যেতে বললো।

- উয়ায়নানা হতে শায়খ দরঈয়ায় হিজরত করেন। দরঈয়ার আমীর মোহাম্মদ বিন সউদ অতি চরিত্রবান বলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মোজা বিনতে আবু দাহতান অতি বিদুষী এবং ধর্মপরায়না ছিলেন। তিনি স্বামী আমীর মোহাম্মদ বিন সউদকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, "আল্লাহ আপনার নিকট নেয়ামত হিসেবে শায়খকে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে সাহায্য সহায়তায় করুন, ইনশাআল্লাহ আপনার ইহকাল ও পরকাল কল্যাণকর হবে।"

- স্ত্রীর কথাগুলো তাঁর অন্তরে দাগ কাটলো। তিনি শায়খের সাথে দেখা করলেন। মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত শিরক, বিদআ'ত, অনাচার এবং এসব প্রতিরোধে করনীয় বিষয় নিয়ে শায়খ তাকে নাতিদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। শায়খের তেজোদৃপ্ত ভাষনে অভিভূত হয়ে আমীর তখনই বললেন, "হে শায়খ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মনোনীত সঠিক দ্বীনের পথে আমি আপনার অনুসরণ করবো। এমনকি তাওহীদের বিরোধীদের সাথে জিহাদ করতেও আমি প্রস্তুত। তবে আমার দু'টি শর্ত আছে:—

- ১. আমরা যদি আপনাকে সহায়তা করি এবং আল্লাহ যদি আমাদের বিজয়ী করেন, তাহলে আপনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।

- ২. ফসল তোলার সময় দরঈয়াবাসীর নিকট হতে আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় করে থাকি, আপনি তাতে বাধা দিবেন না।"

- জবাবে শায়খ বললেন, "আপনার প্রথম শর্ত সর্বান্তঃকরনে গ্রহণ করছি। আমাদের ভালো-মন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলো। আর দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আল্লাহ বিজয়ী করলে গণীমতের এত সম্পদ হস্তগত হবে যে, ইনশাআল্লাহ সামান্য কর গ্রহণের ধারণাও আপনার মনে জাগবে না।"

- শায়খ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মোহাম্মদ বিন সৌদ গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ ও যাকাতের সমস্ত অর্থ শায়খের নিকট প্রদান করতেন এবং শায়খ তা আল্লাহর পথে নিঃসঙ্কোচে ব্যয় করতেন। মোহাম্মদ বিন সউদের ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত আমীর আবদুল আজীজ বিন মুহাম্মদ বিন সউদ শায়খের অনুমতি ছাড়া কোনরূপ ব্যয় করা জায়েয মনে করতেন না।

- ঐতিহাসিক ইবনে বিশর বলেন, "গণীমত এবং যাকাতের যে অর্থ পেতেন শায়খ তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিতেন। ফলে শায়খ সর্বদা ঋণী থাকতেন। রিয়াদ বিজয়ের সময় শায়খের ঋণের পরিমাণ ছিল চল্লিশ হাজার যা পরে গণিমতের মাল থেকে পরিশোধ করা হয়।" রিয়াদ বিজয়ের পর যখন আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শায়খ আশ্বস্ত হলেন, তখনই তিনি আবদুল আজীজ বিন মুহাম্মদ বিন সউদকে সর্ব বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করে নিজে বায়তুল মালের দায়িত্ব হতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করলেন।
-
- এভাবে একজন আলেম, একজন আল্লাহভীরু শাসক এবং একজন ধর্মপরায়না নারী এই ত্রয়ীর নেক নিয়্যতের সমন্বয়ে দরঈয়া আমিরাত (বর্তমান সৌদী আরব) নামক রাষ্ট্রটির বীজ বপিত হয়। [বিস্তারিতঃ শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব, মূল লেখকঃ আল্লামা মাসউদ আলম নদভী, অনুবাদঃ মুনতাসীর আহমদ রহমানী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা]
-
- অনেকেই বৃটিশ সম্রাজ্যের উত্থানের জন্য সৌদীকে দায়ী করে, আবার কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যে সৌদী তার সম্রাজ্যবাদ বিস্তার করছে বলে অভিযোগ করে থাকেন। আমরা যদি গ্রীক, রোমান, মিশরীয় সভ্যতা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, পৃথিবী কখনো সম্রাজ্যবাদ মুক্ত ছিলো না। প্রতিটি রাষ্ট্র কোন না কোন সম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এক সম্রাজ্যের পতন হচ্ছে তো, আরেক সম্রাজ্যের উত্থান হচ্ছে। "সম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক" জাতীয় স্লোগান কিছু লোকের উর্বর মস্তিস্কের কাল্পনিক ফসল।
-
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে সম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। আমরা সাধারণভাবে সম্রাজ্যবাদ বলতে বুঝি, রাজ্য বিস্তার বা অন্য রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করা। সম্রাজ্যবাদ জায়েজ কি নাজায়েজ এই বিতর্কে যাওয়ার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে মুসলিম সম্রাটগণ অস্ত্র দিয়ে পথ পরিষ্কার করেছেন, আলেমগণ জ্ঞানের আলো দিয়ে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন। তাই মুসলিম রাজা, বাদশাহ, সম্রাটদের অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এক সময় পৃথিবীজুড়ে মুসলিম সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো, গত শতাব্দী ছিলো বৃটিশদের, বর্তমান সময় আমেরিকার এর পর কার উত্থান হয় সেটা দেখার বিষয়।
-
- যারা বৃটিশ সম্রাজ্যের উত্থানের জন্য আল সৌদ পরিবারকে দায়ী করেন, তাদেরকে যদি প্রশ্ন করি আল সৌদ পরিবার মোট কত বার ক্ষমতায় এসেছে? সেক্ষেত্রে অনেকেই ভুল উত্তর দিয়ে থাকেন। আল সৌদ পরিবার মোট তিন তিনবার সৌদী আরবের ক্ষমতায় এসেছে।
-
- মোহাম্মদ বিন সৌদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম রাষ্ট্রটির নাম ছিলো, "দরঈয়া আমিরাত"। এর স্থায়িত্ব ছিলো ১৭৪৪-১৮১৮ সাল পর্যন্ত। মিশরের উসমানীয় শাসক মুহাম্মদ আলি পাশার আক্রমনে প্রথম সৌদি রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয় সৌদী রাষ্ট্রের নাম ছিলো "নজদ আমিরাত"। ১৮২৪ সালে তুর্কি বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন সৌদ মিশরীয়দের কাছ থেকে নজদ (রিয়াদ) পুনরায় দখল করে নেন। ১৮৯০ সালে রশিদিরা রিয়াদ দখল করে নেয় এবং আল সৌদের সদস্যদের পরাজিত করে। রশিদিরা ছিল আরব উপদ্বীপের জাবাল শামার আমিরাত নামক রাষ্ট্রের শাসনকারী রাজবংশ। রিয়াদের উত্তরের হাইল শহর ছিল আল রশিদিদের রাজধানী।
-
- তৃতীয় রাষ্ট্রটি হলো বর্তমান "সৌদী আরব"। ১৯০২ থেকে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্র, শেখ শাসনাধীন এলাকা ও রাজ্য জয় করে একত্রীকরণ সম্পন্ন করার মাধ্যমে আধুনিক সৌদি আরব জন্মলাভ করে। এতে নেতৃত্ব দেন আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান বিন ফয়সাল বিন তুর্কি বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন সৌদ।
-
- আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান যখন আরব উপদ্বীপের ছোট ছোট গোত্র এবং রাজ্যগুলো একত্র করছিলেন তখন খেলাফতের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত নাজুক। খেলাফতের অধীনে থাকা আরব উপদ্বীপের রাজ্যগুলো বৃটিশ, ফরাসীদের দখলে চলে যাচ্ছিলো, আবার কেউ কেউ নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করছিলো। খেলাফতের অধীনে হুসাইন বিন আলি ছিলেন মক্কার আমীর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি উসমানীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের সূচনা করেন এবং নিজেকে মক্কার বাদশাহ ঘোষণা করেন।
-
- তুরস্কের খেলাফত বিলুপ্ত হলে হুসাইন বিন আলি নিজেকে "খলিফাতুল মুসলিমীন" (মুসলমানদের খলিফা) ঘোষণা করেন। ১৯২৫ সালে এই স্বঘোষিত খলিফাকে পরাজিত করে আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান হেজাযের ক্ষমতায় আসেন। বৃটিশদের সহযোগিতায় হুসাইন বিন আলির ছেলে ফয়সাল বিন হুসাইন প্রথমে সিরিয়া এবং পরে ইরাকে হাশেমী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।
-
- প্রথম এবং দ্বিতীয় সৌদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের দিকে আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো তখনো মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশদের উত্থান অত প্রবল হয়নি। তৃতীয় সৌদী রাষ্ট্রের সময় আরবের রাষ্ট্রগুলো ছিলো এলোমেলো যে যেভাবে পেরেছে দখল করেছে (সিরিজের ১৬ তম পর্বে এ ব্যাপারে সামান্য

বলেছি)। আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান কিন্তু খেলাফত থেকে হেজাযের ক্ষমতা দখল করেনি। হাশেমী রাজতন্ত্রের ফয়সাল বিন হুসাইনের মত আল সৌদ পরিবারের কেউ বৃটিশদের সহযোগিতায় রাজা হয়নি। তাহলে বৃটিশদের নামটা কিভাবে এলো?

- ১৯১৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর আবদুল আজিজ ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে পারস্য উপসাগরের দারিন দ্বীপে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, একে "দারিন চুক্তি" বলা হয়। ১৯২৭ সালের ২০ মে স্বাক্ষরিত জেদ্দার চুক্তি দারিনের চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে তৎকালীন নজদ ও হেজাজ রাজতন্ত্র বলে পরিচিত সমগ্র অঞ্চলে আবদুল আজিজের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। এর বিনিময়ে আবদুল আজিজের সেনাবাহিনী প্রতিবেশী বৃটিশ আশ্রিত রাষ্ট্রসমূহে আক্রমণ করবে না বলে সম্মতি প্রদান করা হয়। ইতিহাসে এধরনের রাজনৈতিক সমঝোতার উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে।

- আমি কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী না, আমার দৃষ্টিতে যে কোন সরকার তিনটি সু সম্পর্কের উপর টিকে থাকে, ১.জনগণ, ২. প্রশাসন, ৩. আন্তর্জাতিক অঙ্গন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরার উপক্রম না হওয়া পর্যন্ত জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না, তাই সরকারের উত্থান-পতনে জনগণের ভূমিকা গৌণ। প্রশাসন যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণে আছে ততক্ষণ জনগণ সরকারের কিছুই করতে পারবে না। জনগণ এবং প্রশাসন শতভাগ সরকারের পক্ষে থাকলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বন্ধু রাষ্ট্র না থাকলে সরকারের পতন অনিবার্য।

- বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফেঁসে গেছে। আমরা যদি আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা দেখি, একজন মুয়াজ্জিনকে তার সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে হয় অসামাজিক মাতাল মেম্বারকে। একজন ইমামের চারিত্রিক সনদপত্র আনতে হয় চরিত্রহীন চেয়ারম্যান থেকে। একজন মুফতির শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র সত্যায়িত করতে হয় ঘুষখোরের কাছে। বিশ্বজুড়ে এখন এই রাজনীতি চলছে। সমাজে খারাপ চরিত্রের মোড়ল শ্রেণীর অনেক লোক আছে আত্মরক্ষার্থে যাদের সাথে আমরা সুসম্পর্ক রাখি, এর মানে এই নয় যে তারা আমাদের বন্ধু। আমরা অপেক্ষা করছি সুসময়ের।

- মুসলিম বিশ্বের এই দূর্দিনে যারা অসৎ উদ্দেশ্য সৌদী বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত আছে, তাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য সৎ তাদের মনে রাখতে হবে, গত একশ বছরে মাত্র দু'টি রাষ্ট্র সিংহভাগ কোরআন এবং সুন্নাহ অনুসারে পরিচালিত হয়েছে একটি আল সৌদ পরিবার শাসিত সৌদী আরব, অন্যটি তালেবান শাসিত আফগানিস্তান। আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক অঙ্গনের রাজনীতির সাথে খাপ খাইয়ে মিশতে পারেনি, এছাড়া তালেবানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারনে শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি।

- যারা আল সৌদ পরিবারের বংশানুক্রমে শাসনকে বাঁকা চোখে দেখেন, সেসব ভাইরা একটু ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে দেখবেন ইসলামের পূর্ব থেকে পৃথিবীতে বংশানুক্রমে শাসন ব্যবস্থা চলে আসছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে বংশানুক্রমেই খেলাফত ব্যবস্থা চলে আসছে। নবুওয়তের যে ধারা তাও বংশানুক্রমে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পর পৃথিবীর যত নবী এসেছেন সবাই ছিলেন ঊনার বংশধর। কেউ ভাববেন না আমি নবুওয়ত এবং রাজনীতি এক করে দেখছি, আমি শুধু বংশগত গুণাবলীর ধারা বোঝাতে চেয়েছি। সাহাবীর ঘরে সাহাবীই হয়েছে, আলেমের ঘরে আলেম হয়, কেনানের মত দূর্ভাগা খুব কমই হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে শাসক হওয়াকে ঘৃণার চোখে দেখা আমরা কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি কে আল্লাহর ওয়াস্তে বিলিয়ে দেই না, বরং সেগুলো কিভাবে দ্বীগুণ করা যায় সে চিন্তায় মশগুল থাকি।

- পাঠকদের এখানে আরেকটু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন খেলাফতের শাসনামলে স্পেন, বাগদাদ, কায়রোতে যেভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে হেজাযে কিন্তু উল্লেখ করার মত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। আমি খেলাফতের শাসকদের দোষারোপ করছি না। বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের মদীনায় আগমন, "সাপ যেভাবে গর্তে ফিরে আসে, ইসলাম সেভাবে মদীনায় ফিরে আসবে" রাসূল (সাঃ) এর বাণীকে ইঙ্গিত করছে কি না সে বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে বলছি।

- আল সৌদ পরিবারের বাদশাহগণ নিজেদের খলিফা নয় খাদেম হিসেবে পরিচয় দেন। সৌদী রাজার উপাধী "খাদেমুল হারামাইন" অর্থাৎ দুই হারাম শরীফের (মক্কা-মদীনা) খাদেম। আধ্যাত্মিক ভাবে মক্কা এবং মদীনা রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজ দায়িত্বে নিয়েছেন এবং এটা নিয়ে আমাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারন নেই। তিনি যাকে পছন্দ করবেন তার হাতেই এর সেবা করার দায়িত্ব দিবেন। বাহ্যিকভাবে আমরা যদি ভাবি, বর্তমানে আল সৌদ পরিবারের বাইরে এমন কোন শাসক বা ব্যক্তি আছে কি যার হাতে আমরা মক্কা-মদীনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত হতে পারি?

- আমাদের দেশের অনেক বক্তা ওয়াজ মাহফিলের মাঠে শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (রহঃ) এবং মোহাম্মদ বিন সৌদ সম্পর্কে প্রচুর অপপ্রচার করে থাকেন এদের মাঝে একদল হলেন সোলায়মান বিন আবদুল ওয়াহাবের মত, যারা শায়খের আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট জানেন

না। আরেক শ্রেণী হলো সোলায়মান বিন মোহাম্মদ আজিজুল হুমায়দীর মত জাহেল, যারা সাধারণ মানুষের অবচেতন মনে সুক্ষভাবে সৌদী বিদ্বেষী বীজ বপন করে চলেছে।

- সিরিজের পূর্বের লেখাগুলোতে দ্বিতীয় পক্ষের লোকগুলো সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়েছি। এদের সম্পর্কে এর বেশি বলতে গেলে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে। কারো সাথে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যারা জানতে চায় তাদের জন্যই লেখাগুলো। যারা শুধুমাত্র দ্বীনের স্বার্থে সৌদী বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করেন, তারা বর্তমান ফিতনার যুগে কোন ধরনের দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং সে রকম দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন একটি দেশের নাম বলবেন কি?
- একই সমাজে কেউ গাঁজা খায়, কেউ হিরোইন খায়, কেউ ফেন্সিডেল খায়, কেউ ইয়াবা খায়, কেউ পান খায় এককেজন একেক নেশায় জড়িত। এর মাঝে আপনি কাকে ভালো বলবেন? নিশ্চয়ই পানখোরকে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের এমন কোন রাষ্ট্র আছে কি, যারা কোরআন এবং সুন্নাহর ক্ষেত্রে সৌদী আরবের চেয়ে অগ্রসর আছে? হ্যাঁ, আমরা তাদের আরো ভালো করতে বলতে পারি কিন্তু তার পূর্বেতো আমাদের ইয়াবার নেশা ছাড়তে হবে।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)

➢ বাঙ্গালীর সৌদী বিদ্বেষ পর্বঃ-৪

- বাঙ্গালীর সৌদী বিদ্বেষ পর্বঃ-৪
- অনেকেই হয়ত জানেন না ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক এবং নাস্তিকেরা মুসলমানের যত ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে শতগুণ বেশী ক্ষতি হতে হয়েছে শিয়া মুনাফিকদের হাতে। শিয়াদের উৎপত্তি হয় ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার দ্বারা। তার নামটি মুসলিমের মত হলেও প্রকৃতপক্ষে সে ছিলো একজন ইহুদী গুপ্তচর। তখনকার সময়ে আরবীয় অঞ্চলের মুসলিম, খৃষ্টান, ইহুদী কিংবা মুশরিক সকলের নামই এমন ছিলো।
- সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। দু'হাতে দান করা থেকে শুরু করে মানুষের মন জয় করার জন্য যা যা করা দরকার তার কিছুই করতে সে বাদ রাখেনি। অল্পদিনেই অনেক সহজ-সরল মুসলমান তার ভক্ত হয়ে যায়। এদের নিয়ে সে শিয়া সম্প্রদায় গঠন করে। পরবর্তীতে তার ভক্তরা অর্থাৎ শিয়া সম্প্রদায় অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়। জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফীন এবং কারবালার মত হৃদয় বিদারক যুদ্ধগুলো মূলত শিয়া মুনাফিকদের কূটকৌশলের কারনেই সংঘটিত হয়।
- ইসলামাবাদ গভঃ ডিগ্রী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ রচিত "Historical sites of Madinah Munawwarah" গ্রন্থে শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী (রহঃ) এর "তারীখে মদীনা" কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র রওজা মুবারককে নিয়ে তিনটি ষড়যন্ত্রের ঘটনা উল্লেখ করেন। এর মাঝে একটিতে ইহুদী এবং দু'টিতে শিয়া সম্প্রদায় জড়িত।
- ৯৩০ সালে আব্বাসিয় খিলাফতের সময় আবু তাহের কারামতী নামক এক শিয়া হজ্বের মৌসুমে মক্কা শরীফ আক্রমন করে হাজরে আসওয়াদ ছিনতাই করে নিয়ে যায়। কাবা শরীফ তাওয়াফ রত মুসলিমদের উপর আক্রমন চালিয়ে প্রায় তিরিশ হাজার হাজীকে হত্যা করে। পবিত্র কাবা শরীফের দরজা ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। লন্ডভন্ড করে দেয় জমজম কূপকেও। আবু তাহের ঐ সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে

বলেছিলো, কোথায় তোমার আবাবিল পাখি, কোথায়? তার কারনে প্রায় দশ বছর হজ্ব বন্ধ থাকে এবং এগার বছর মুসলমানরা হাজরে আসওয়াদ ছাড়া হজ্ব পালন করে। (বিস্তারিত: শয়তানের বেহেশত-১ by এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ)

-
- সালাহউদ্দিন আইয়্যুবী (রহঃ) এর জেরুজালেম বিজয়ের ইতিহাস যারা পড়েছেন তারা জানেন যে অন্তত বিশ বার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তাঁকে হত্যা করার জন্যে, বরাবরই মহান আল্লাহর সাহায্যে তিনি বেঁচে যান। যে ফেদাইন গোষ্ঠী তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে তাদের গুরু ছিলো হাসান আল সাবাহ এবং সেও একজন শিয়া। (পুরো "ক্রুসেড সিরিজ" গুগল প্লে ষ্টোরে পাওয়া যায়। ডাউনলোড করে পড়ে দেখতে পারেন)
-
- বাগদাদের কসাই খ্যাত হালাকু খানের নাম অনেকেই শুনেছেন। তার স্ত্রী ছিলো ডোকুজ বা দোকুজ খাতুন। "খান" এবং "খাতুন" নাম শোনে অনেকেই তাদের মুসলমান ভাবতে পারেন। খান শব্দের অর্থ লিডার বা নেতা। খাতুন শব্দের অর্থ প্রিন্সেস বা রাজকুমারী। হালাকু খান ছিলো বৌদ্ধ এবং তার স্ত্রী ছিলো খৃষ্টান। তার উপদেষ্টা ছিলো ইবনুল আলকেমি এবং নাসিরুদ্দীন তুসী। এ দু'জনেই ছিলো শীয়া এবং এদের প্ররোচনায় হালাকু খান বাগদাদে প্রায় দশ থেকে বিশ লক্ষ নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করে। (বিস্তারিতঃ আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া by ইবনে কাসীর, দ্যা-প্যান্থার রোকনউদ্দীন বাইবার্স by ইমরান আহমেদ)
-
- শিয়া-সুন্নী দ্বন্ধ আমাদের দেশে চোখে না পড়লেও আরবে রাষ্ট্রগুলোতে এই দ্বন্ধটি অত্যন্ত প্রবল এবং প্রকট। শিয়ারা আরবের সুন্নীদের এখনও কি পরিমাণ ঘৃণার চোখে দেখে তার সামান্য নমুনা পাওয়া এক ইরাকি ভাইয়ের জবানিতে।
-
- কয়েক বছর আগে মিশরের একটি টিভিতে লাইভ অনুষ্ঠানে শায়খ জহবি হাম্মাদকে ইরাকের বাগদাদ থেকে একজন সুন্নি মুসলিম ফোন করে নিজের করুন কাহিনী বর্ণণা করে বলেন, “হে শায়খ, আমাদের মেয়েদেরকে বন্ধী করা হচ্ছে, আহলুস সুন্নাহর পুরুষদের দাঁড়ি ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, তাঁদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে, বৃদ্ধাদের লাঠি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। তারা আমাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে কারন তারা চায় আমরা যেন মা আয়েশা (রাঃ) কে গালি দেই (নাউজুবিল্লাহ)। তারা আমার দাড়িতে ময়লা লাগিয়ে আমাকে অপদস্থ করেছে। তারা আমাদের মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে; আমাদের মাঝে যাদের নাম আবু বকর, ওমর, ওসমান আছে তাঁদেরকে তারা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করছে। আমি একটি মেয়েকে দেখেছি যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, সে মেয়েটি আল্লাহর কসম করে বলেছে- ওয়াল্লাহি, আমি কুমারি ছিলাম! ওয়াল্লাহি আমি কোরআনের হাফিজ ছিলাম! সে চিৎকার করে বলে- কে আমার গল্প রসূল সাঃ এর কাছে পৌঁছে দিবে?হে শায়খ! এবার আমার নিজের কাহিনী শুনুন। রাফিজিরা আমার তিন বছরের ছেলেকে ওভেনের ভিতর দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। কারন তাঁর নাম রেখেছিলাম ওমর। এরপর তারা তাঁর পোড়া মৃত দেহ আমার কাছে রেখে যায়।”(নেট হতে সংগৃহীত)
-
- যে বাশার আল আসাদের ক্ষমতার বলি হয়ে সিরিয়া আজ ধূলোয় সাথে মিশে যাচ্ছে সে একজন শিয়া। ইয়ামেন-সৌদী যুদ্ধটা হচ্ছে মূলত হুতিদের সাথে। এই হুতিরা শিয়া মতাদর্শী। যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করতে গিয়ে মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইয়ামেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ সালেহকে প্রাণ দিতে হয়েছে হুতিদের হাতে।
-
- শিয়াদের সব চেয়ে ভালো গুণ হলো শিয়া নেতারা, ইমামরা, আলেমরা যা বলে ও লিখে, কোন শিয়া কখনোই তার প্রতিবাদ করে না। এরা কোরান ও হাদীসের চেয়ে তাদের নেতা এবং ইমামের কথাকে বেশি গুরত্ব দেয়। শিয়াদের বর্তমান সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু বা আধ্যাত্মিক নেতা হচ্ছে আয়াতুল্লাহ খোমেনী।
-
- আঠার শতকের রূশ সিংহ ইমাম শামিল (রহঃ) যখন জার সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হন, তখন তাঁকে রূশ সম্রাট জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছা কি? তিনি বলেছিলেন, তিনি হজ্ব পালন করতে চান। প্রতিটি মুসলমানের সাধারণত এমনই নিয়্যত থাকে, মৃত্যুর পূর্বে যেন একবার হলেও হজ্ব পালন করতে পারেন। কিন্তু আয়াতুল্লাহ খোমেনী এমনই এক ইসলামী নেতা যার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও হজ্ব পালন করে নি।
-
- অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে খোমেনী হজ্ব না করলে কি হয়েছে? শিয়ারাতো হজ্ব করে। শিয়ারা যখন হজ্ব ও ওমরাহ্ করতে আসে তখন তারা তাদের নিজস্ব ইমাম নিয়ে আসে এবং তার পেছনে নামায পড়ে। এরা সাধারণত মক্কা-মদীনার ইমামদের পেছনে নামায পড়ে না। আর যদি পড়েও তারা বাইতুল্লাহ এবং মসজিদে নববীতে সিজদা করে না। তারা ক্যারামের গুটির মত গোলাকার মাটির চাকা তাদের সাথে রাখে এবং এটিতে সিজদা করে। তাদের ভাষ্যমতে, এই গোলাকার মাটির চাকাটি কারবালার মাটি দিয়ে তৈরি এবং কারবালা তাদের কাছে মক্কা-মদীনার চেয়েও পবিত্র।
-

- আফসোসের বিষয় হলো, শিয়াদের পাশাপাশি আমাদের দেশের অনেক সুন্নী মুসলমানও খোমেনীকে বিশাল বড় ধর্মীয় নেতা মানে এবং মনে করে ইরান বা খোমেনীর নেতৃত্বে আরব থেকে ইহুদীদের বিতাড়িত করে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করা হবে। তাদের জন্য দুঃসংবাদ হলো ইসরাঈলের পরে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ইহুদীর বসত ইরানের ইস্পাহান প্রদেশে। এই ইস্পাহান প্রদেশ এক সময় হাসান আল সাবাহর গুরু শিয়া জাদুকর আবদুল মালিক আল আতাশের দখলে ছিলো। দুনিয়াতে শয়তানকে প্রথম এখানেই পাঠানো হয়।
-
- ইরানি শিয়ারা শুধু নিজ দেশে ইহুদীদের আশ্রয় দেয়নি ইসরাঈলের ইহুদীদের সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেছে। ইসরাঈলী ডিফেন্স ফোর্সের বিরাট একটা অংশ ড্রুজ সম্প্রদায়। এই ড্রুজ সম্প্রদায় হচ্ছে ইসমাঈলী শিয়াদের একটা গ্রুপ। অনেকে এক্ষেত্রে লেবাননের হিজবুল্লাহর (এটিও শিয়াদের একটি গ্রুপ) সাথে ইসরাঈলের বিরোধকে সামনে নিয়ে আসবেন। আপনি যদি শেক্সপিয়রের "মার্চেট অব ভেনিস", চার্লস ডিকেন্সের "অলিভার ট্যুইস্ট" পড়ে থাকেন, সেখানে দেখবেন এক সময় খৃষ্টানদের সাথেও বিরোধ ছিলো ইহুদীদের সাথে। আজকে মুসলিম নিধনে তারা একে অপরের সহযোগী।
-
- আমরা যদি গত কয়েক দশকের ইরান-ইসরাঈলের সম্পর্ক পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে তাদের সম্পর্কটা চলছে, "লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই লাগলে আমরা নাই" ভিত্তিতে। আরবের অন্যান্য দেশগুলোর দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি মিশর, সুদান, লেবানন সহ আরবের অনেক দেশেই শিয়া-সুন্নী ছাড়াও খৃষ্টান বাস করে। অর্থাৎ পুরো আরবে এখন সুন্নী, শিয়া, ইহুদী, খৃষ্টান এই চার সম্প্রদায়ের বসবাস। এর মাঝে সুন্নীরা বিভক্ত আর এদের দমন করার জন্য বাকিরা সবাই ঐক্যবদ্ধ।
-
- শিয়ারা বাইতুল্লাহ এবং মসজিদে নববীতে নামায না পড়ার অন্যতম কারন হলো, এই পবিত্র মসজিদ দু'টিতে শিয়া পন্থী কোন ইমাম নেই। তারা চাইছে মধ্যপ্রাচ্যে যেকোন ভাবে একটা গোলযোগ বাধিয়ে এই পবিত্র মসজিদ দু'টির দখল নিতে। শিয়াদের উত্থান মুসলমানদের জন্য কি রকম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তা ইতিহাসের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে। যার কারনে মধ্যপ্রাচ্যের সুন্নী আলেমগণ ইহুদীদের চেয়েও বেশি সতর্ক শিয়াদের ব্যাপারে।
-
- অপ্রিয় হলেও সত্য, আমাদের দেশের মুসলমানদের প্রচুর ধর্মীয় আবেগ আছে কিন্তু ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, ইতিহাস জ্ঞান এখনো প্রাইমারী পর্যায়ে। এই প্রাইমারী পর্যায়ের জ্ঞান নিয়ে তারা পিএইচডি লেভেলের চিন্তা করে। অনেকের টাইম লাইনে প্রায় সময় একটা কার্টুন চিত্র দেখা যায়, যেখানে সৌদী আরবের একজন নাগরিক ডলারের উপরের দাঁড়িয়ে আছে আর ইরান গণিত, দর্শণ সহ বিভিন্ন বইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কার্টুনটির মূল থিম হচ্ছে শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানে, গুণে ইরান সৌদী আরবের চেয়ে অনেক অনেক গুণ উপরে।
-
- শিয়ারা এধরনের কার্টুন প্রচার করার পেছনে তাদের ভিসন আছে। কিন্তু সুন্নীরা কেন করছে? হুজুগে, আবেগে, অজ্ঞতা এবং অন্ধ বিদ্বেষ থেকে।
-
- তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম ইরান সৌদী থেকে সব দিক দিয়ে অনেক অনেক উন্নত। তাদের এই উন্নতি বাংলাদেশের কি কাজে লেগেছে? বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইরান থেকে কি পরিমাণ সাহায্য আসছে? বাংলাদেশ থেকে কতজন ছাত্র ইরানে গিয়ে পড়ালেখা করতে পারছে? ইরানে গিয়ে বাংলাদেশের কতজন যুবকের বেকারত্বের অবসান হয়েছে? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইরানের অবদান কি?
-
- আজকের বাংলাদেশের উন্নতির পেছনে এক নাম্বার বন্ধু রাষ্ট্র হলো সৌদী আরব। অথচ বাংলাদেশের মানুষ উঠতে বসতে সৌদী আরবকে গালাগালি করে! বাঙ্গালীর ইরান প্রীতির সাথে আমাদের আঞ্চলিক একটা প্রবাদের খুব মিল আছে । আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলে, "ভাত খায় ভাতাইয়ার, হা টিবে নন্দাইয়ার" (স্বামীর ভাত খেয়ে ননদের স্বামীর গুণ গাওয়া)।
-
- যে দেশটির বাংলাদেশে তেমন কোন অবদান নেই, সে দেশের প্রেমে বাংলাদেশের মানুষের মুগ্ধ হওয়ার পেছনে বিশাল এক রহস্য লুকিয়ে আছে। সেই রহস্য জানতে হলে আমাদের উপমহাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।
-
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)

➢বাঙ্গালীর সৌদী বিদ্বেষ পর্বঃ-৫

-

- ------×------
- দশম-একাদশ শতাব্দীতে ইরানের শিয়া ইসমাঈলী সম্প্রদায় আপন দল বাড়াবার জন্য চতুর্দিকে মিশনারি পাঠায় । আরো অন্যান্য ধর্মের লোকেরও তখন এদেশে আগমন ঘটে । শিয়া মিশনারীদের উপর কড়া হুকুম ছিল, দল বাড়াবার জন্য কারো ধর্মমত যদি খানিকটা গ্রহণ করতে হয় তাতে কোন আপত্তি নেই । মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি যে করেই হোক করতে হবে ।
-
- যে আবু তাহের কারামতি হাজরে আসওয়াদ ছিনতাই করেছিলো, তার বসতি ছিলো বর্তমান বাহরাইনে । আব্বাসীয় খলিফাগণ তাকে অনেক অর্থ, সম্পদ দিয়ে হাজরে আসওয়াদ উদ্ধার করেন । তার কাছ থেকে হাজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে নেওয়ার পর পরই তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হতে থাকে । তার শরীরের বিভিন্ন অংশে পচন ধরে এমন দূর্গন্ধ বের হতে থাকে যে তার আশেপাশে কোন মানুষ ভীড়তে পারত না এবং এভাবেই তার মৃত্যু হয় ।
-
- তার এমন করুণ পরিণতি দেখে তার ভক্তরা অনেকেই তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে যায় । আর বদ নসীবরা তাদের মতই থাকে । উল্লেখ্য বর্তমান বাহরাইনে সুন্নীরা ক্ষমতাসীন হলেও সেখানকার ৬০ ভাগ শিয়া । এই কারামতিয়া সম্প্রদায়ের একটা দল ভারতবর্ষের মুলতানে (বর্তমান পাকিস্তানে) এসে বসতি গড়ে । এখানে এসেও তারা ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্যকালাপ পরিচালনা করতে থাকে ।
-
- ইসমাঈলী মিশনারীদের একজন এসে কাজ আরম্ভ করেন কাঠিয়াওয়াড় এবং কচ্ছের লোহানা রাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে । এই সম্প্রদায় ছিলো বৈষ্ণব । বিষ্ণু মতবাদ এবং ইসমাঈলি শিয়া মতবাদের সংমিশ্রণে তৈরি হয় শিয়া খোজা সম্প্রদায় । পাকিস্তানের কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং ভারতের মহাত্মা গান্ধী এরকম এক রাজপুত বংশের সন্তান । পরে জিন্নাহের দাদা খোজা মতবাদ গ্রহণ করে মুসলমান হয় ।
-
- ভারত বর্ষে রাষ্ট্রীয় ভাবে শিয়া তোষণ শুরু হয় মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের আমলে । শের শাহের হাত থেকে রাজ্য পুনরূদ্ধারের জন্য তিনি পারস্য সম্রাটের দ্বারস্থ হন । মিশরের সম্রাটদের উপাধি যেমন "ফারাও" বা "ফেরাউন" তেমনি পারস্যের সম্রাটদের উপাধি "শাহ" । পারস্যের সম্রাট তখন শাহ তামাস্প । তিনি ছিলেন শিয়া ইমামিয়া মাজহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং প্রচারক । ইরানের তখনকার সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ও বিচারক কাজী জাহানের হাতে সম্রাট হুমায়ুন শিয়া ইমামিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন ।
-
- এর বিনিময়ে শাহ তামাস্প তার এক ছেলে সহ বার হাজার সৈনিক সম্রাটকে প্রদান করেন, এবং শাহের এক ভাগ্নের মেয়েকে হুমায়ুনের হাতে সমর্পণ করে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেন । এই বার হাজার লোকের মাঝে উপদেষ্টা, ধর্ম প্রচারক এবং চিত্রকরও ছিলো । ভারতবর্ষে চিত্রকলার আগমন হুমায়নের হাত ধরে । এখানে পাঠকদের মনে রাখা প্রয়োজন, ছবি আঁকার ব্যাপারে সুন্নী আলেমগণের বিধি-নিষেধ আছে ।
-
- সম্রাট হুমায়ুনের শিয়া মতাদর্শ গ্রহণ ছিলো একটা রাজনৈতিক কৌশল । রাজ্য পুনরূদ্ধারের পর তিনি আবার সুন্নী মতবাদে ফিরে আসেন । কিন্তু যে জীবাণু তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন তা ততদিনে চতুর্দিকে সংক্রমিত হয়ে গেছে । সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর যার তত্ত্বধানে বড় হন, সে বৈরাম খাঁ ছিলো একজন শিয়া । সম্রাট আকবর বৈরাম খাঁর কাছ থেকে রাজনীতি এবং সামরিক শিক্ষা লাভ করলেও ছিলো নিরক্ষর ।
-

- সম্রাট আকবরের শাসনামলে ইরানে "মোলহেদ" নামে শিয়াদের আরেকটি আক্বীদার উৎপত্তি হয়। সুন্নীদের মাঝে যেমন ওহাবী, সালাফী, হানাফী, মালেকী ইত্যাদি বিভাজন তৈরি করে একদল আরেক দলকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে ব্যস্ত শিয়াদের মাঝেও তেমন। ইমামিয়া শাহ এদেরকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে এদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে এরা দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।
-
- এদের একদল সম্রাট আকবরের সাথে দেখা করে তাকে বলে, আমরা জানি প্রতি এক হাজার বছরে একজন মোজাদ্দেদ বা ধর্ম প্রচারক পৃথিবীতে আসে। আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখেছি আপনিই হতে যাচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তি। উল্লেখ্য সম্রাট আকবরের জন্ম আরবী ৯৪৯ হিজরীতে। যেহেতু ধর্মীয় জ্ঞান ছিলো না এবং সে চাটুকারিতা পছন্দ করত। তাই এদের অনেককে রাজদরবারে আশ্রয়। আকবরের "দীন-ই-এলাহি" তৈরির পেছনে এদেরও প্ররোচনা ছিলো।
-
- ইরান থেকে ভাগ্য অন্বেষণে বাংলায় এসেছিলেন আলীবর্দী খাঁ। পরবর্তীতে তিনিই হন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব। নবাবী আমলে ঢাকায় নিযুক্ত নায়েবে নাজেমদের (গভর্নর) অধিকাংশই ছিলেন শিয়া। ঢাকার হোসনি দালান এখনো সে সাক্ষ্য বহন করে চলছে। বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত কারি গাদ্দার মীর জাফরও ছিলো শিয়া। শেরে মইসুর টিপু সুলতানের সাথে গাদ্দারী করে তাকে ব্রিটিশদের কাছে হারিয়ে দেওয়া মীর সাদিক ও একজন শিয়া ।
-
- বৃটিশ আমলে মিথ্যে নব্যুওয়্যাতের দাবীদার আহমদীয়া শিয়া গোলাম আহমেদ কাদিয়ানী তার অনুসারীদের নিয়ে তৈরি করে কাদিয়ানী সম্প্রদায়। পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান ছিলো এই কাদিয়ানীর অনুসারী। এখানে মুসলিম ভাই-বোনদের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মনে করিয়ে দেই গোলাম হোসেন, গোলাম নবী নামের সাথে এধরনের গোলাম শব্দটি সংযোজন আমাদের সমাজে এসেছে শিয়া সংস্কৃতি থেকে। বর্তমানে অনেক আলেমের এ ধরনের নামের ব্যাপারে নিষেধ আছে।
-
- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলো জরাথুস্টীয়। তার একমাত্র মেয়ে দিনা বিয়ে করে ওয়াদিয়া নামের আরেক জরাথুস্টীয়কে। ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধীও ছিলো এই সম্প্রদায়ের। এই জরাথুস্ত্রীয়রাও ইরান থেকে ভারতবর্ষে আসে। এদের পার্সীও বলা হয়। এদের নাম কিছুটা মুসলমানের মত হলেও এরা অগ্নি উপাসক। হযরত ওমর (রাঃ) এর ঘাতক আবু লুলু ছিলো এই সম্প্রদায়ের।
-
- পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ছিলো শিয়া। পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ছিলো মীর জাফরের নাতি এবং একজন শিয়া। যাদের নির্দেশে ২৫শে মার্চ কালোরাতে বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের উপর পাকিস্তানী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে সে জুলফিকার আলী ভূট্টো এবং ইয়াহিয়া খান ও শিয়া।
-
- বাংলাদেশের অন্যতম বহু জাতিক কোম্পানী প্রাণ ও আরএফএল প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার মেজর (অব) আমজাদ খান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছেন। সে একজন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীও শিয়া। আলোচিত নায়ক সালমান শাহ হত্যার অন্যতম খলনায়ক বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিজের মাফিয়া ডন আরেক ব্যবসায়ী অলিম্পিক গ্রুপের মালিক আজিজ মোহাম্মদ ভাই ইসমাইলি বাহাই সম্প্রদায়ের শিয়া। ট্রান্সকম গ্রুপ ও প্রথম আলোর কর্ণধার লতিফুর রহমান একজন শিয়া। বৃটিশ আমল থেকে দেশের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যবসায়ি পরিবার ইস্পাহানি গ্রুপও শিয়া।
-
- বাংলাদেশের বর্তমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কয়েকজন শিয়া উপদেষ্টা আছে। হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকায় তাদের নামটা লিখতে পারছি না, তবে কিছু দিন আগে দেখলাম বাংলাদেশে আগা খান উন্নয়ন নেটওয়ার্ক ১০টি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের সাথে চুক্তি করেছে।
-
- বৃটিশ আমলে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন আগা খান তৃতীয়। সে ইসমাইলি শিয়াদের ৪৮তম ইমাম। তৎকালীন বৃটিশ রানী ভিক্টোরিয়া ১৮৯৭ সালে নাইট কমান্ডার অফ ইন্ডিয়ান এমপায়ার এবং পরবর্তীতে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড নাইট গ্রান্ড কমান্ডার উপাধীতে ভূষিত করেন। এই ইসমাইলি ইমাম সম্পর্কে জানতে গুগলে aga khan with girls লিখে সার্চ দিতে পারেন। দেখে নয়ন জুড়িয়ে যাবে, দিল খোশ্ হয়ে যাবে।
-
- আইনস্টাইন, সিগমন্ড ফ্রয়েড, মার্ক জুকারবার্গের মত জ্ঞানীদের কারনে আমরা যেমন সব ইহুদীকে দোষ দিতে পারিনা, ঠিক সেকারনে সব শিয়াকেও দোষারোপ করতে পারি না ঢালাওভাবে। আবার এও বলতে পারছি না, ইহুদীরা যেভাবে আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্বকে

নিয়ন্ত্রণ করছে, সেভাবে ইরান বা শিয়াদের দ্বারা বাংলাদেশের মুসলমানরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কারন আমাদের অনেক অসাম্প্রদায়িক ভাইয়ের মনে আঘাত লাগবে।

-
- আমাদের অসাম্প্রদায়িক ইসলাম প্রিয় তৌহিদী জনতাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটা বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি- "নিশ্চয় কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হলো, কিয়ামতের পূর্বে লেখালেখির বিস্তার দৃষ্টিগোচর হবে ।'' (মুসনাদে আহমাদ: ৩৬৭৬) । ইহূদী, খৃষ্টানরা, মোনাফিকরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কোরআন হাদীস নিয়ে গবেষণা করে ।
-
- বিশ্বের নামকরা সব মিডিয়া আজ ইহুদী, খৃষ্টানদের দখলে এটা আমাদের সবার জানা আছে, কিন্ত আমাদের মাঝে কয়জন জানে, ইরানি মতাদর্শ (শিয়া মতাদর্শ পড়তে পারেন) প্রচারের জন্য ২০ লক্ষ ব্লগ, ১৫ হাজার তথ্যনির্ভর সাইট, ২০০ টি সংবাদপত্র এবং ১০০ টি ম্যাগাজিন কাজ করছে!
-
- "সৌদী রাজ পরিবার ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিয়েছে", "গ্র্যান্ড মুফতি ইহুদীদের হত্যা করা হারাম ফতোয়া দিয়েছেন", "সৌদি ধর্ম মন্ত্রী বলেছেন, ভারতবর্ষের মুসলমানরা সব হিন্দু ", "সৌদী আরবে মদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে" "সৌদি বাদশাহ হাঁচি দিছে", "সৌদি প্রিন্স কাশি দিছে", সৌদি নিয়ে গবেষণা করাই এসব মিডিয়ার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ।
-
- এসব মিডিয়ার সাথে ফেসবুকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছে লাখ, লাখ শিয়া মতাদর্শী । তারা কেন এই ব্রত গ্রহণ করেছে তা আমি পূর্বের লেখাতে উল্লেখ করেছি।এতগুলো মিডিয়াতে এক দিনে এক যোগে যখন একই সংবাদ প্রচার হয় তখন অনেক সুন্নী ভাই মনে করে যেন আসমানী কিতাব নাযিল হইছে । প্রচার করলে দো'জাহানের অশেষ কামিয়াবী হাসিল হবে । আবার অনেকে জোশে হুঁশ হারিয়ে সৌদীর পাছায় বাঁশ বাগান উজাড় করে ।
-
- দো'জাহানের অশেষ নেকী হাসিল আর বাঁশ বাগান খালি করার পূর্বে একবার ভাবুন! মনে করুন, চেয়ারম্যানের সাথে আপনার কোন বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য, মতবিরোধ, মনে কষ্ট আছে।আপনার কাছে কেউ একজন খবর নিয়ে আসলো চেয়ারম্যানের জারজ পোলা হইছে । ধরুন, খবরটা সত্য এবং আপনি কূটনা বুড়িদের মত হেঁটে হেঁটে সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিলেন । এতে আপনার দোজাহানের অশেষ নেকী হাসিল হবে কি না এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমগণ ভালো বলতে পারবেন ।
-
- কিন্তু খবরটা মিথ্যা হলে তওবা না করা পর্যন্ত নিশ্চিত আপনি আল্লাহর দরবারে চিহ্নিত হবেন মিথ্যুক এবং জালিম হিসেবে । আর আল্লাহ জালিমের দোয়া কবুল করেন না এবং জালিমকে পথও প্রদর্শন করেন না । হয়ত মরার পর আপনার বাঁশগুলো আপনার পাছাতেই ভাঙ্গা হবে । মুমিনগণ যেন জালিমের অন্তর্ভূক্ত না হয় সেজন্য আল্লাহ সাবধান করে বলেছেন- "মুমিনগণ!যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও ।(সূরা হুজুরাত:৬)"
-
- আপনি আমাকে চিনেন না, আমার আমল-আখলাক সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই, আমি যে সংবাদ দিচ্ছি তা যাচাই-বাছাই করারও কোন সুযোগও নেই আপনার কাছে । অথচ আমার দেওয়া সংবাদ শেয়ার, কপি করে ছড়িয়ে দিচ্ছেন অন্যদের মাঝে! এর কারন আপনি অন্ধভক্তি করেন আমাকে । আল্লাহ আপনাকে হাত, পা, চোখ, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান কোন কিছুই কম দেননি অন্যদের থেকে । অথচ, আপনি অন্ধের মত অনুসরণ, অনুকরণ করছেন অন্যকে! বর্তমান বিশ্বে কাফের, মুশরিক, মোনাফিকদের চেয়ে আমাদের বড় শত্রু আমাদের এসব অজ্ঞতা।
- কখনো কি মনে প্রশ্ন জাগে, মিশরের সামান্য একজন ক্রীতদাসী শাজরাতুদ্দুর, ককেশাসের সামান্য ক্রীতদাস রোকনুউদ্দিন যদি জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারেন, আপনি, আমি, আমরা কোটি কোটি মুসলমান কেন আজ বদ নসীবদের কাতারে? কারন তারা আল্লাহর দ্বীন যতটুকু পালন করেছে, সৌদী, বাঙ্গালী বা হিন্দী যে দেশের মুসলমানের কথাই বলুন না কেন আমরা তা থেকে যোজন যোজন দূরে । আমরা যদি তাদের পথে আসতে পারি তাহলে ব্লেম গেম খেলতে হবে না । সারা দুনিয়ার মুসলমানদের অবস্থা এমনিতেই পরিবর্তন হয়ে যাবে।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)

➢ বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ--৬

- বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ--৬
- ⊖শীয়া ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পর, আল্লাহ তাঁর নূরের খানিকটা আদমের শরীরে ঢেলে দেন। সে নূর আদম থেকে বংশানুক্রমে মূসা (আঃ), নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), সোলেমান (আঃ), দাউদ (আঃ) থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পিতামহের নিকট পৌঁছায়।
-
- সেই নূরের এক অংশ মুহাম্মদ (সাঃ) এবং অন্য অংশ তাঁর চাচাত ভাই হযরত আলী (রাঃ) শরীরে স্থানান্তিরত হয়। হযরত আলী (রাঃ) মুহাম্মদ (সাঃ) এর মেয়েকে বিবাহ করার পর আলীর ছেলে হুসাইন (রাঃ) এর শরীরে আবার সেই দ্বিখন্ডিত নূর সংযুক্ত হয়। তারপর সেই নূর বংশানুক্রমে চলে এসেছে তাদের ইমাম প্রিন্স আগা খানের শরীরে। (ময়ূর কণ্ঠী, ঋতালী: সৈয়দ মুজতবা আলী)
-
- ইসমাঈলীদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহ অন্যান্য নবীগণ নূরের তৈরী বা তাঁদের শরীরে আল্লাহর নূর বিদ্যমান। (শীয়ারা কিভাবে ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে, এই সিরিজের পূর্বের লেখায় তা নিয়ে সামান্য আলোকপাত ছিলো) বাংলাদেশের আলেমগণের মধ্যে এক দল মনে করেন রাসূল (সাঃ) নূরের তৈরি, আরেক দল মনে করেন রাসূল (সাঃ) মাটির তৈরি।
-
- রাসূল (সাঃ) কিসের তৈরি সে বিতর্কে আমরা যেতে চাই না। জীব বিজ্ঞান বা মেডিকেল শিক্ষার্থীরা যদি মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে সেটি দোষের কিছু নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা প্রকাশ করতে গেলে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হবে। কেমিস্ট্রির একজন ছাত্রের কাছে এ্যাসিড থাকতে পারে, কিন্তু তা জনসম্মুখে প্রদর্শণ করা দন্ডনীয় অপরাধ।
-
- ধর্মীয় গবেষণামূলক বিষয়গুলোও আলেমদের কাছে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিলো, কিন্তু উনারা তা না করে এসব নিয়ে দলাদলিতে লিপ্ত হয়েছেন। অনেকে বলতে পারেন ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষায়তো গোপনীয়তার কিছু নেই। হ্যাঁ অবশ্যই নেই, তবে আমাদের এতটুকু মনে রাখতে হবে, যে কোন শিক্ষায় মানুষ ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। কেউ প্রাইমারি না পড়ে, হাই স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ লোকের সূরা ফাতিহা পড়লে উচ্চারণ এবং ব্যাকরণগত ভুল হয়।
-
- এক শ্রেণীর বক্তা আছেন, যারা রাসূল (সাঃ) নূরের তৈরি? না মাটির তৈরি? সেসব নিয়ে আলোচনা করে ওয়াজের মাঠ গরম করেন। এ বিতর্কে শামিল হয়ে আমাদের মত মূর্খ মুসলমানরা একজন আরেকজনের মাথা ফাটিয়ে দেই। এতে মুসলমানদের লাভ হলো না ক্ষতি হলো? তা এসব বক্তাগণের ভাবার সময় নেই।
-
- সৌদী আরবে সাধারণত ধর্ম নিয়ে এধরনের দলাদলি, ফাটাফাটি বা ব্যবসা করার সুযোগ নেই। যারা হজ্ব বা ওমরাহ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, এবং যারা ভবিষ্যতে করার আশা পোষণ করেন, তারা একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন- কেউ বুকের উপর, কেউ পেটের উপর, কেউ নাভীর উপর, কেউ হাত না বেঁধে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে নামায পড়ছে। কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছে না।
-
- এখানে তাহাজ্জুদের নামায সহ মোট ছয় ওয়াক্ত নামাযের আযান দেওয়া হচ্ছে। তাহাজ্জুদের নামাযকে তারা ফরয নামাযের মতই গুরুত্ব দেয়। আযানের পর থেকে জামাত শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যবসা, বাণিজ্য অফিস সহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ। এখানকার মানুষ মসজিদে আসার পর দুই

রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় করেন। কোন কারনে নামাযের জামাত না পেলে আমাদের মত যার যার নামায সে পড়ে বিদায় হয় না, দু'জন হলেই তারা জামাত করে নামায আদায় করে।

- আপনার কোন ধর্মীয় ভুল আচরণ তাদের চোখে পড়লে তারা আপনাকে বলবে, হাদা বিদআ্ অর্থাৎ এটি বিদআত। তারপর সঠিক পন্থা জানিয়ে বলবে, হাদা সুন্নাহ্ অর্থাৎ এটি সুন্নাত। এরপর মানা না মানা আপনার ব্যাপার। মানলে কেউ আপনাকে পুরুস্কৃত করবে না, না মানলে আপনাকে কেউ বিদাতি বলে তিরস্কারও করবে না। যেহেতু আরবী তাদের মাতৃভাষা, তাই ধর্মীয় প্রাথমিক শিক্ষাটা তারা পরিবার থেকেই পেয়ে যাচ্ছে। আর উচ্চতর শিক্ষার জন্যতো মাদ্রাসা আছেই।
- আলেমদের মত আমাদের মাদ্রাসাগুলোও বিভক্ত। যেসব মাদ্রাসায় রাসূল (সাঃ) নূরের তৈরি আক্বীদার ওস্তাদ আছেন তারা আবার ঈদে মিলাদুন্নবী, শবে বরাত, ফাতেহা ই ইয়াজদহম ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান জাঁকঝমকের সাথে পালনের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। উনাদের মতে উনারা আওলাদে রাসূল, আশেকে রাসূল, সুন্নী ইত্যাদি।
- অন্যদিকে যারা রাসূল (সাঃ) মাটির তৈরি শিক্ষা দেন, তাদের মতে ঈদে মিলাদুন্নবী, শবে বরাত, ফাতেহা ই ইয়াজদহমের মত অনুষ্ঠানগুলি বিদআত। সৌদী আলেমগণের মতেও এগুলো বিদআত, এবং এখানে রমজান এবং ঈদ ব্যতীত আর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্দীপণার সহিত পালন করা হয় বলে অধমের জানা নেই।
- মিলাদুন্নবী পালনকারীদের মতে যারা রাসূল (সাঃ) কে মাটির তৈরি মনে করে, তারা ওহাবী এবং সৌদীদের দালাল। যাদেরকে ওহাবী বলা হয় তাঁরা সাধারণত সীরাতুন্নবী পালনের পক্ষে। যেহেতু মিলাদুন্নবী ত্বরীকার আলেমগণের সাথে সৌদী আলেমগণের বিশাল মতভেদ রয়েছে, সেহেতু তাদের থেকে আপনি সৌদী সম্পর্কে কোন পজেটিভ ধারণা পাবেন না।
- ওহাবী বা সীরাতুন্নবী পালনকারীগণ কেন সৌদী আরবের প্রতি নেগেটিভ ধারণা পোষণ করেন? ইনশাআল্লাহ! এই সিরিজের পরবর্তী লেখাতে সে সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো। তার আগে ছোট্ট একটা গল্প বলি--
- এক লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিবে। বৈঠকে গ্রাম্য সালিশদাররা জিজ্ঞেস করলো, তুমি তাকে তালাক দিবা কেন? লোকটা উত্তর দিলো, সে কাইত হয়ে ঘুমায়। সালিশদাররা বললো, ঠিক আছে সে এখন থেকে চিৎ হয়ে ঘুমাবে। লোকটা বললো, সে চিৎ হয়ে ঘুমাইলে নাক ডাকে। সালিশদাররা বললো, ঠিক আছে সে এখন থেকে আলাদা বিছানায় ঘুমাবে। লোকটা বললো, এর চেয়ে তালাক দেওয়াইতো ভালো।
- স্ত্রীর কাইত, চিৎ বা নাক ডাকা লোকটার সমস্যা না। সমস্যা হলো তালাকের প্রতি সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একত্রে থাকার জন্য তাকে যত রকম সমাধানই দেওয়া হোক না কেন, সে কিন্তু ঘুরেফিরে তালাকই বেছে নিবে। কেউ যখন মনের মাঝে কোন বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ না চাইলে দুনিয়ার কেউ তাকে পরিবর্তন করতে পারে না।
- কেউ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে থাকেন যে, সৌদী আরবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তার বিশাল বড় ঈমাণী দায়িত্ব এবং এর দ্বারা তিনি দোজাহানের অশেষ নেকী হাসিল করছেন, উনাকে অধম বিন্দু মাত্র বাধা দেই না। এই সিরিজের লেখাগুলো আল্লাহর সেসব ঈমাণদার বান্দাগণের জন্য নয়। যারা বিভিন্ন সময় সৌদী নিয়ে কৌতুহল প্রকাশ করে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন, সেসব কৌতুহলী ভাই-বোনদের জন্য এই সিরিজ।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)
- বাঙ্গালীর সউদি বিদ্বেষ পর্বঃ-৭

➢ বাঙ্গালীর সউদি বিদ্বেষ পর্বঃ-৭

- টঙ্গীর মাছিমপুরে "নুরে মদিনা হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা" নামে একটা মাদ্রাসা আছে। প্রতি বছর হাফেজদের পাগড়ী প্রদান উপলক্ষ্যে সেখানে একজন আলেমকে দাওয়াত দেওয়া হত। আলেম সাহেব ষাট বছর বয়সে হাফেজ হয়েছেন। তৎকালীন সময়ে একটা ইসলামী দলের মহাসচিব।
-
- পাগড়ী প্রদান অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ছাত্ররা গায়, "মনে বড় আশা ছিলো যাবো মদিনায়।" আলেম সাহেব চিৎকার দিয়ে বলেন, মদিনায় যাই কি করবেন? ওহাবীর গোষ্ঠীরা মদিনাটা শেষ কইরা দিলো। আমার প্রিয় সাহাবীগো রওজা মুবারক ভাইঙ্গা গুঁড়া গুঁড়া কইরা দিছে। আহারে আমার সোনার মদিনা! বলেই তিনি বুক ফাটা কান্না শুরু করেন।
-
- বাঙ্গালীর নরম দিল। তারা ফিলিস্তিনের জন্য কাঁদে, ফ্রান্সের জন্য কাঁদে, শ্রীদেবীর জন্য কাঁদে, আফগানিস্তানের জন্য কাঁদে, খেলায় হেরে কাঁদে, সিনেমা দেখে কাঁদে, রাজনীতি দেখে কাঁদে, অন্যের সুখে কাঁদে, অন্যের দুখে কাঁদে, কারনে কাঁদে, অকারনে কাঁদে । আর হুজুরের কান্না দেখে, না কেঁদে কি পারে? আমরা মনে মনে ভাবি, কবে যে এই ওহাবী সৌদীদের থেকে মক্কা-মদীনা রক্ষা পাবে! কবে আমরা মদীনায় যাই দুইটা আগরবাতি আর মোমবাতি জ্বালানোর সুযোগ পাবো!
-
- আরেকজন বিখ্যাত আলেম, তৎকালীন সময়ে প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে তার ওয়াজের ক্যাসেট ছিলো। তিনি তার এক ওয়াজে বলেন- আমি মদিনা গেলাম। মদিনার ছোট ছোট ছেলেরা আমাকে মাগবারাতুল বাক্বীতে দেখিয়ে দিচ্ছে এটা অমুক সাহাবীর কবর, ওটা তমুক সাহাবীর কবর। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এত ছোট ছোট বাচ্চারা কিভাবে এত সাহাবীর নাম মুখস্ত করেছে!
-
- উনার ওয়াজ শোনে নিজের প্রতি ধিক্কার আসে, আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে বেহেশতের সুসংবাদ পাওয়া দশজন সাহাবীর নাম শেখা হলো না! সেই সাথে দ্বিধায়ও পড়ে যাই! হাফেজ সাহেব বললেন, ওহাবীরা সব কবর গুঁড়া গুঁড়া করে দিয়েছে। আবার বক্তা বলছেন, মদিনার ছোট ছোট বাচ্চাদের সব সাহাবীর নাম মুখস্ত। কেমনে কি!
-
- মাদ্রাসার পাশেই অলিম্পিয়া মতি মসজিদ। মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি আবদুল কাইয়্যুম সাহেব। তিনি অন্যদের মত অত রসালো ওয়াজ করেন না। তিনি বলেন- কবর নিয়ে আমাদের দেশে যা হয় তা শিরক, বিদআত। কবরের ব্যক্তির কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। মুফতি সাহেবের উপর আমাদের কিছুটা বিরক্তিও আছে, উনি তবারক, মিষ্টি, মিলাদ এসবকেও বিদআত বলেন।
-
- আমাদের মত সাধারণ মানের মুসলমানদের কোরআন-হাদীস থেকে ইসলামকে জানার সুবিধা খুবই কম, বা কোরআন-হাদীস থেকে ইসলামকে জানতে আমরা ততটা আগ্রহী নয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন আলেমগণই আমাদের ভরসা। কিন্তু একই বিষয়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন আলেমের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায় তখন আমরা বিভক্ত হয়ে যাই। যে যে আলেমকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করেন তিনি তাকে অন্ধভাবে সমর্থন করতে থাকেন। আবার কেউ কেউ আমার মত সংশয়বাদী মন নিয়ে বড় হন।
-
- আলহামদুলিল্লাহ! এটি আমার সৌভাগ্য যে সাহাবীদের স্মৃতি বিজড়িত তিনটি স্থান আমার যিয়ারত করার সুযোগ হয়েছে। মদিনা থেকে প্রায় দুইশ কিঃ মিঃ দূরে বদর প্রান্তর। এর সাথে ছোট একটি মসজিদ রয়েছে, মসজিদের সামনে বদর যুদ্ধে শহীদ হওয়া ১৪ জন সাহাবীর নাম সম্বলিত একটি স্মৃতিফলক আছে। চারদিকে ইটের দেয়ালে ঘেরাও করা স্থানটি বর্তমানে স্থানীয়দের গোরস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর এক কোনে সাহাবীগণের কবর সংরক্ষিত আছে।

- মসজিদে নববী থেকে প্রায় আট-দশ কিঃ মিঃ দূরে জাবালে উহুদ বা উহুদ পাহাড় অবস্থিত। এ পাহাড়ের পাদদেশে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর আপন চাচা হযরত হামযা (রাঃ) সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। উক্ত পাহাড়ের পাদদেশে হযরত হামযা (রাঃ) সহ শুহাদায়ের উহুদের কবর সংরক্ষিত রয়েছে। তবে আমাদের দেশের মত উঁচু না, সমতল ভূমিতে ইটের ঘেরাও করা। প্রতিদিন হাজার হাজার যিয়ারতকারীগণ উক্ত কবর যিয়ারত করেন।
- মসজিদে নববীর সামান্য পূর্ব দক্ষিণ দিকে ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশাল কবরস্থান "মাগবারাতুল বাক্বী" অবস্থিত। এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন অগণিত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আউলিয়ায়ে কেরাম। এ কবরস্থানের বর্তমান বর্তমান আয়তন প্রায় ১৭৪৯৬২ বর্গ মিটার। এখানকার ভিতরের কবর গুলো ব্লকে ভাগ ভাগ করা। প্রবেশ মুখে হাতের ডান পাশে বেশ কিছু কবর সংরক্ষিত আছে, অনেকের ধারণা এগুলোই সাহাবীগণের কবর। তবে নির্ধারিতভাবে কারো নামের উল্লেখ নেই। আমি বেশ কয়েকবার এখানকার সিকিউরিটি গার্ডদের প্রশ্ন করেছিলাম, এগুলো সাহাবীগণের কবর কি না? প্রতিবারই একই প্রকার জবাব পেয়েছি, তারা বলেন- হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।
- আরবের লোকদের কোন কিছু সম্পর্কে যদি ধারণা না থাকে তাহলে তারা সাধারণত বিষয়টা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলে- আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক বড় বড় আলেমও অনুমানের উপর কথা বলে থাকেন। যেমন- উপরে দু'জন বক্তার কথা উল্লেখ করেছি। আল্লাহ পাক যদি আমাকে এই পূণ্য ভূমি যিয়ারতের সুযোগ না দিতেন, তাহলে আমাকে ঐ আলেমগণের কথার উপর বিশ্বাস করে সারা জীবন একটা মিথ্যা ধারণার উপর থাকতে হত।
- তাহলে কি সৌদী আরবে সাহাবীগণের কবর ধ্বংস করা হয় নি?হ্যাঁ, কিছু সাহাবীগণের কবরকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের মত কবর কেন্দ্রিক শিরক, বিদআত জমে উঠেছিলো। সেগুলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (রহঃ) নেতৃত্বে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।
- এখানে আপনাকে বোঝতে হবে জমির সব কীট কিন্তু ফসলের জন্য ক্ষতিকর নয়, আপনি যদি সে উপকারী কীটের কথা চিন্তা করে জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ রাখেন তাহলে আপনি কখনো ভালো ফসল পাবেন না। একটা কবর ধ্বংস করে যদি হাজার হাজার মানুষকে শিরক, বিদআত থেকে ফেরানো যায়, তাহলে সেটি ধ্বংস করা জায়েয কি না সে ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমগণ ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন।
- মদিনাবাসীর মাঝে অপরাধী এবং আত্মহত্যাকারী ব্যতীত বাকি লোকদের মাগবারাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয়। সাধারণত আমাদের দেশের অনেকের আকাংখা থাকে মাগবারাতুল বাক্বীতে দাফন হওয়ার, কিন্তু এখানকার রাজ পরিবারের কাউকে মাগবারাতুল বাক্বীতে দাফন করা হয় না। বিষয়টাকে আপনি নেগেটিভভাবে দেখলে এভাবে বলতে পারেন- ওহাবীর বংশধরদের কপালে মাগবারাতুল বাক্বীর মাটি নাই।
- কিন্তু বিষয়টাকে আপনি যদি পজেটিভভাবে দেখেন তাহলে- আপনাকে মনে রাখতে হবে মদীনাতে যদি কোন হাজী বা আমাদের মত কোন প্রবাসী শ্রমিক মারা যায় তাহলে দূতাবাসের অনুমতিক্রমে তাদেরও এখানে দাফন করা যায়, এবং প্রতিদিন ফরয নামাযের পর একাধিক লাশ এখানে দাফন করা হচ্ছে। সুতরাং চাইলেই মাগবারাতুল বাক্বীতে দাফন হওয়া রাজ পরিবারের জন্য কোন ব্যাপার না, কিন্তু তারা যেটা করছে মাগবারাতুল বাক্বী মদিনাবাসীর হক্ব এবং এটি মদিনাবাসীর জন্যই সংরক্ষিত করে রেখেছে।
- প্রতি ফরয নামাযের যদি নূন্যতম দুই জনের লাশ দাফন করা হয় তাহলে মাগবারাতুল বাক্বীতে দৈনিক দশ, মাসে তিনশ লাশ দাফন করা হচ্ছে (প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে)। এত লাশের কবর যদি সংরক্ষণ করতে হয় তাহলে মদিনাতে শুধু কবর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, যার কারনে প্রতি কয়েক বছর পর তারা পুরাতন কবরগুলো সংস্কার করে সেখানে নতুন কবরের জায়গা করে।
- আমাদের দেশের বিশাল এক গোষ্ঠী আলেম আছেন যারা কবরের প্রতি বিশেষ ভক্তি করে থাকেন। এই কবর ভক্ত আলেম এবং তাদের অনুসারীদের কাছে আপনি কখনো সৌদী আরবের কোন সুনাম পাবেন না।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)
- বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ--৮
- ━━━━━ ━━━━━━

https://sarolpoth.blogspot.com/(জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে

বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ--৮

- মক্কা-মদীনার অধিকাংশ আবাসিক হোটেল মহররম থেকে রমজান পর্যন্ত ইরানীদের কাছে ভাড়া থাকত। সৌদী সরকারের সাথে বিভিন্ন ইস্যুতে মনোমালিন্যের জের ধরে তারা সৌদীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে ইরান ওমরাহ্ এবং হজ্ব বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ফল হয়েছে উল্টো।
-
- হোটেল কোম্পানীগুলো ইরানীদের সাবান, শ্যাম্পু, তোয়ালে, হিটার, চায়ের কাপ, গ্লাস, প্লেট সহ বিভিন্ন বাড়তি সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যে রুম প্রায় সারা বছরের জন্য প্রতিদিন মাত্র সত্তর রিয়াল ভাড়া পেত, সে একই রুম কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান ব্যতীত অন্যান্য দেশের লোকদের কাছে দুইশ-পাঁচশ রিয়াল ভাড়া পাচ্ছে।
-
- আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মুজাহিদ ইরানীদের মত মনে করে হজ্ব, ওমরাহ বন্ধ হলে সৌদী আরব বিশাল একটা শিক্ষা পাবে। এসব মুজাহিদ ভাইদের ধারণা মসজিদ কমিটির সাথে অভিমান করে ঘরে নামায পড়লে জামাতে সওয়াব হাসিল হবে। আল্লাহ পাক যে পবিত্র ক্বোরআনে ধারণা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন সেটা আমাদের এই মুজাহিদ ভাইগণ জানেন না, অথবা জানলেও আমল করতে মন চায় না।
-
- জাতি হিসেবে আমরা যে কি পরিমাণ ধারণা প্রিয় তা বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন ইস্যুর দিকে খেয়াল করলেই বোঝা যায়। বিশেষ করে বিউটির ঘটনাটা বন্ধুদের স্মরণ না করিয়ে দিলেই নয়। পুরো জাতি ধারণা করেছিলো তাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তদন্তে দেখা গেল ধর্ষণটা ছিলো প্রেম, আর হত্যাটা তার বাবার সহযোগিতাতে হয়েছে।
-
- আমাদের ধারণা যে মিথ্যা এবং ভুল প্রমাণিত হয়েছে, এতে কি আমাদের বিন্দুমাত্র শিক্ষা বা অনুশোচনা অনুভব করি? মোটেই না।
-
- আমাদের যেসব মুজাহিদ বন্ধুগণ কয়েক দিন পর পর হজ্ব বা ওমরাহ বন্ধের আহবান জানান তারা কি ধর্মীয় অনুভূতি থেকে হজ্ব, ওমরাহ বন্ধ করার আহবান করছেন? না অবচেতন মনে ইরানী এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য মাঠে নেমেছেন, সে বিষয়ে অধম সন্দিহান!
-
- ইরানী বা শিয়া মতাদর্শ মুসলিম বিশ্বের জন্য কতটা মারাত্মক ক্ষতিকর, কিভাবে তাদের মতাদর্শ বাস্তবায়নের জন্য তারা ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলছে, আমাদেরকে তারা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা এই সিরিজের পূর্বের লেখাগুলোতে সামান্য আলোচনা করেছিলাম, তাই সেদিকে যাচ্ছি না।
-
- আমাদের মুজাহিদ ভাইদের সৌদী বিদ্বেষের অন্যতম প্রধান কারন ফিলিস্তিন-ইসরাঈল সংঘর্ষ নিয়ে। সাদা-কালো টেলিভিশনের যুগে এক সময় আমরাও জুমা'র নামাযের পর এসব মুজাহিদ ভাইদের পেছনে স্লোগান দিয়েছি। এখন এসব মুজাহিদ ভাইরা ফেসবুকে স্লোগান দেয়, অনুজরা তাদের পেছনে সুর তোলে। সময় বদলাচ্ছে, পৃথিবী বদলাচ্ছে কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মায়েদের ভাগ্য বদল হয় নি!
-

https://sarolpoth.blogspot.com/(জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে

- যেসব মুজাহিদ ভাইয়েরা ফিলিস্তিনি মায়েদের ভাগ্য বদল করতে গিয়ে সৌদীকে একহাত দেখে নেন, তেমন কিছু মুজাহিদ ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম- আচ্ছা আপনার কি জীবনে কোনদিন কোন একজন ফিলিস্তিনের নাগরিকের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে? তারা সৌদী সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করে সরাসরি জানতে পেরেছেন? সবার কাছ থেকে উত্তরটা না বোধকই এসেছে।
- তাহলে আপনি কার কথা শোনে ফিলিস্তিনি দরদী সেজে সৌদীকে এভাবে দিগম্বর করে ফেলছেন? সেক্ষেত্রে তারা গতানুগতিক ধারায় বিভিন্ন মিডিয়াকে সাক্ষী হাজির করেন। টাইম লাইনে ঘুরলে, এসব মুজাহিদ ভাইদের রাজনৈতিক পরিচয় ভালোই পাওয়া যায়। তো এদেরকে যখন এদের দলের বিরূদ্ধে আসা সংবাদগুলো দেখানো হয়, তখন এরা সবাই একেকজন সেলিম ওসমান।
- তাদের আদর্শ বিরোধী সংবাদ পরিবেশন করার কারনে তারা যে মিডিয়াকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে, সৌদী আরবের ক্ষেত্রে একই মিডিয়াকে তারা সত্য মনে করে! সত্যটা অনেকটা মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। আপনি যা দেখছেন, যা শোনেছেন, যা শিখেছেন সেটাকে যদি আঁকড়ে ধরে থাকেন সেটাই সত্য। যেমন- একজন মূর্তি বা মাজার পূজারীর কাছে তারটাই সত্য।
- ইন্ডিয়া থেকে একজন লোক ১৫ দিনের প্যাকেজে ওমরাহ্ করতে আসলে তার খরচ হয় মাত্র পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টি হাজার রুপি (১ রিয়াল=১৮ রুপি)। পাকিস্তান থেকে একই প্যাকেজে খরচ হয় পঁচাত্তর থেকে আশি হাজার রুপি (১ রিয়াল= ৩০ রুপি)। বাংলাদেশ থেকে এক সপ্তাহের প্যাকেজে খরচ হয় সর্বনিম্ম আশি হাজার।
- কারেন্সীর হিসাবে তিনদেশের খরচটা প্রায় সমপর্যায়ের হলেও ফারাকটা অন্যখানে। পঁয়ষট্টি হাজার রুপির মাঝে ইন্ডিয়ান একজন হাজীকে তিন বেলা খাবার দেওয়া হয়। সকালের খাবারের আইটেমে যা থাকে- দুধ, কর্ণ, মধু, জেলি, পরোটা, পাউরুটি, পায়া, সব্জী, ডিম, চা। দুপুরে- ভাত, সব্জী, গরু বা মুরগীর মাংশ, ডাল, ক্ষীর, ফল, চা; রাতেও প্রায় একই মেনু। এর মাঝে এজেন্সীর পক্ষ থেকে দুই বা তিন বার তাদের কাপড়গুলো লন্ড্রী থেকে ওয়াশ করে আনা হয়।
- পাকিস্তানীদের খাবারে অত আইটেম না থাকলেও ভাত, মাংশ, ডাল, চা থাকে। ইন্ডিয়া হিন্দু রাষ্ট্র, পাকিস্তান রাজাকার আর আমরা পাক্কা মুমিন মুসলমান। এই মুমিন মুসলমানদের যদি জিজ্ঞেস করি আমাদের ওমরাহ্ খরচ এত বেশি কেন? তখন তাদের উত্তর সৌদী সরকাররে অনেক টাকা দিতে হয়। আর সেটা শোনে আমাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা তিন হাত লাফ মেরে সৌদীর বিরূদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।
- টাকা কি শুধু আমাদের দিতে হয়? ইন্ডিয়া, পাকিস্তানীদের দিতে হয় না? এত অল্প খরচে তারা কিভাবে এত ভালো সার্ভিস দিচ্ছে? সৌদী হজ্ব মিনিস্ট্রির ভাষ্য মতে, প্রথমবার কেউ হজ্ব এবং ওমরাহ্ করলে ভিসা বাবত কোন অর্থ প্রদান করতে হয় না। দ্বিতীয়বার করতে চাইলে দুই হাজার রিয়াল ফি দিতে হবে। তাহলে আমাদের খরচ এত বেশি কেন?
- এর কোন সদুত্তর আপনি পাবেন না। কারন আমাদের পাছায় বাঁশ দেওয়া ছাড়া রাষ্ট্রীয়ভাবে আর কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। জনগণ হিসেবে আমরা বাঁশ খাওয়ার উপযুক্তই বটে, যারা আমাদের উপকার করে আমরা তাদের পাছায় বাঁশ দেই তাহলে আমরা বাঁশ খাবো না কেন!
- আপনি যদি গুগলে গিয়ে "Saudi aid for Palestine", বা "Saudi aid for Muslims countries" সার্চ দেন তাহলে অনেক তথ্য পাবেন। যে তথ্যগুলো সেখানে দেওয়া আছে সেগুলো অনেক কম। কারন তারা দান করে আমাদের মত সেল্ফী খিঁচে না। হাদীস বলে দানে যত গোপনীয়তা থাকে ততই সওয়াব।
- আমরাতো হাদীসই বুঝি না, চিলে কান নেওয়া মুজাহিদ। আমাদের কাছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কেটে টুকরো টুকরো করে তার গোশত কুত্তাদের খাওয়ানো অনেক সহজ। কিন্তু সৌদী থেকে আসা মসজিদ-মাদ্রাসার অনুদান, খেজুর বা দুম্বার গোশত যে কুত্তার পেটে তার পাছায় লাথি মারা অনেক কঠিন। এরা সহজ কাজটা করেই বাহবা কুড়াতে চায়। এইসব হুজুগে মুজাহিদ দিয়ে ধর্ম এবং দেশের কতটুকু কল্যাণ হবে সেটা আল্লাহ পাক ভালো জানেন।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)
- বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ-৯

বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ-৯

ওয়েব- rasikulindia.blogspot.com/ ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে

- মিশরের সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বের ইতিহাস নিয়ে উইলভার স্মিথের লেখা উপন্যাসে ইথিওপিয়ার নাগরিকদের (হাবশী) সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা যে কোন সমস্যার সমাধান চাকু দিয়ে করতে চায়। যেসব ভাইয়েরা হাবশীদের দেখেছেন তারা এর কিছুটা সত্যতা দেখতে পাবেন। তিউনেশিয়া, মিশরের মত দেশগুলোতে মেয়েদের ভার্জিনিটির সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ বাসর রাতের পর আত্মীয়-স্বজনকে রক্তমাখা বিছানার চাদর প্রদর্শন করতে হয়।
-
- এ দেশগুলো মুসলিম দেশ হলেও এসব রেওয়াজের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, তারপরেও সহস্র বছর ধরে তারা এসব পালন করে আসছে। কারন মানুষের মানসিক বিকাশ গঠনে পরিবারের পাশাপাশি, পরিবেশ এবং তার চারপাশের মানুষগুলোও ভূমিকা রাখে। যার কারনে যে যেই পরিবেশে এবং যে অঞ্চলে বেড়ে উঠে সে ঐ পরিবেশ এবং ঐ অঞ্চলের মানসিকতা পরিহার করতে পারে না।
-
- টুইন টাওয়ারে হামলার পর আমার কাজ ছিলো আসরের নামায শেষে মুরুব্বীদের পত্রিকার খবর পড়ে শোনানো। এরপর থেকে প্রায় সময়েই আমাকে এই কাজ করতে হত। যদিও তারা নিরক্ষর ছিলেন, তবে বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে তারা ছিলেন যথেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান। খবর শোনে তারা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন খবরে তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও সৌদী আরবের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিলো অভিন্ন। আমি আমার পরিচিত যতজন মুরুব্বীকে দেখেছি, সৌদী আরব সম্পর্কে উনাদের সবার ধারণা নেতিবাচক।
-
- এমন পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবেই আমার অবস্থাটাও তাদের মতই ছিলো। সৌদী আসার ব্যাপারে আমার কখনোই কোন আগ্রহ ছিলো না, অনেকটা বাধ্য হয়েই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে এবং আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে আমি ভিসা ক্যানসেল করে সৌদী থেকে চলে যাবো। যারা বলেন বা মনে করেন যে সৌদী আরবের পক্ষে লেখলে পেট্রো ডলার পাওয়া যায়, তাদের কাছে যদি এমন কোন ব্যক্তি বা সংস্থার ঠিকানা থাকে যারা সৌদীর পক্ষে লিখলে টাকা পয়সা দিয়ে থাকে নিঃসন্দেহে আমাকে তাদের ঠিকানা দিতে পারেন।
-
- এখানে আসার চার মাসের মাথায় আমাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। জেলখানায় তিন মাসের সাজা প্রাপ্ত এক বাংলাদেশী ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। তার সাজার কারন হিসেবে তিনি যেটা বললেন, উনার কাছে এক সৌদী মেয়ে ফোন করে টাকা চেয়েছে। উনি না দেওয়াতে মেয়ের বাবা পুলিশ দিয়ে তাকে ধরিয়ে দিয়েছে, এবং আদালত তাকে তিন মাসের সাজা দিয়েছে। উনার কথা শোনার পর কিছুটা ব্যথিত এবং সেই সাথে সৌদীর প্রতি ঘৃণার পারদ আরো বেড়ে গেলো। এই বাংলাদেশী ভাই দেশে গিয়েও এই গল্পটাই বলবে। কিন্তু গল্পের পেছনে আরেকটা গল্প থাকে।
-
- গত এক দশকে আমার কাছেও বেশ কিছু কল এসেছে। এর মাঝে সৌদী নাগরিক ছাড়াও আজনবীদের কল ছিলো। আমাদের দেশে যেমন রাতে ফোন করে ল্যাংটা বাবা, কিংবা মোবাইলে এক্সের বিনিময়ে টাকা খোঁজা কিছু বদমাঈশ পাওয়া যায়, এখানেও তেমন কিছু বদমাঈশ আছে। তবে এধরনের অপকর্মের সাথে বেশির ভাগ পাকিস্তানী পুরুষ এবং ইন্দোনেশিয়ান ও ফিলিপাইনের মেয়েরা জড়িত। সৌদীদের কাছ থেকে যে কলগুলো এসেছে সবগুলোই রং নাম্বার।
-

- এর মাঝে একবার শোনলে আরেকবার শোনতে ইচ্ছে করে এমন হৃদয় তোলপাড় করার মত নারী কণ্ঠও ছিলো, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকে ফোন করার সাহস হয়নি। এর কারন হলো, এখানে আইডি এবং ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে সীম কার্ড তুলতে হয়। এই সীম দিয়ে আপনি যদি কাউকে ডিস্টার্ব করেন তাহলে আপনাকে আইনের আওতায় আনা কোন ব্যাপার না। আর মেয়ে সংক্রান্ত অভিযোগকে তারা সব সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। আমাদের এই ভাই বিষয়টা জানলেও, হয়ত হৃদয় তোলপাড় করা কণ্ঠ শোনে মন মানেনি কিংবা তিনি একটু এক্সুয়াল আলাপ করতে চেয়েছিলেন। উনার অপরাধ আল্লাহই ভালো জানেন, তবে তখন তাকে নিরপরাধ মনে হলেও এখন মনে হয় না।
-
- আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের কথা জানি, যিনি একটা কোম্পানীর এ্যাকাউন্টেট পদে কর্মরত ছিলেন বেতন ছিলো বাংলাদেশী প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। যাওয়ার সময় কোম্পানীর মোটা অংকের টাকা মেরে দিয়েছেন। আর এখন দেশে গিয়ে বলছেন, সৌদীতে মানুষ থাকে? এক কলিগের বায়রার কথা জানি, যার রুমমেটকে হাসপাতালের ঔষধ চুরি করে বিক্রি করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। প্রথমে একজনকে গ্রেফতার করলেও পরবর্তীতে ২৩ জনের পুরো এক গ্যাংকে গ্রেফতার করা হয়। যাদের সবাই বাংলাদেশী।
-
- বাংলাদেশ থেকে নতুন আসা ছেলেটার জানা ছিলো না, এখানকার প্রায় এলাকা সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। একটা মোবাইল চুরি করার জন্য সে একটা গাড়ির গ্লাস ভেঙ্গে ফেলেছিলো। আমাদের বাংলাদেশী ভাইদের অপরাধের এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। বিভিন্ন অপরাধের কারনে এদের যখন দেশে পাঠানো হয় তখন এরা এমন একটা গল্প বলে, যা শোনে মনে হবে সৌদীরা ভীষণ খারাপ আমরা অনেক সাধু। আমাকেও আপনার সাধু মনে করার কারন নেই।
-
- জান্নাতুল বাকীর গেট থেকে সন্দেহ জনক আসামী হিসেবে গোয়েন্দা পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে জেনেছিলাম এক মিশরীয় আমার বিরূদ্ধে পকেটমারার অভিযোগ করেছে। সিসি টিভির ফুটেজ এবং আমাকে তল্লাশী করে এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়নি, তবে আমার অন্য অপরাধ ছিলো। আমার পকেটে পাঁচটা সীম কার্ড ছিলো। এখানকার আইনানুসারে আজনবীদের সীম কার্ড বিক্রি করা নিষিদ্ধ। আমার মোবাইলে ভিওআইপি প্রোগ্রাম ছিলো যেটাকে আমাদের দেশের অনেকে ডলার বা ইন্টারনেট বলে থাকেন। এটাও এখানে নিষিদ্ধ।
-
- বাংলাদেশ থেকে আসার তিন মাসের ভিতরে আপনাকে আকামা করতে হবে, না হয় আপনি অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবেন। চার মাসেও আমি আকামা পাইনি, সেদিক দিয়েও আমি ছিলাম অবৈধ। তারা ইচ্ছে করলে আমাকে এর যে কোন একটা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে সাজা বা দেশে পাঠিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এমন কিছুই ঘটেনি। যদি আমাকে তখন পাঠিয়ে দিত, তখন আত্মরক্ষার জন্য আমাকেও একটা গল্প তৈরি করতে হত। যেখানে আমি থাকতাম সাধু আর সৌদীরা ভিলেন।
-
- মালেশিয়া থেকে ফেরত আসা কোন বাংলাদেশীকে যদি প্রশ্ন করেন, মালেশিয়ার লোকেরা কেমন? জবাব আসবে মালয়দের মত খারাপ জাতি পৃথিবীতে আর নেই। আমিরাতের ভাইকে যদি প্রশ্ন করেন, তিনিও বলবে তাদের মত খারাপ নেই। সাউথ আফ্রিকা প্রবাসী ভাইকে বললে আপনি একই উত্তর পাবেন। আপনি সেটাই জানছেন যেটা প্রবাসী ভাইটি বলছে কিংবা মিডিয়ায় এসেছে।
-
- আপনি কখনোই জানবেন না, এক সময় মালেশিয়ার এতিমখানাগুলো পিতৃপরিচয়হীন সন্তানে ভরে গিয়েছিলো। যাদের বেশিরভাগের জন্মদাতা ছিলো আপনার আমার মত কোন না কোন বাঙ্গালী। আপনি কখনোই জানবেন না, দুবাই স্টেডিয়ামে বসে কনসার্ট/খেলা দেখে সেলফী তোলা ছেলেটা বেতন কত পায়, তার বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছে, নাকি মালিক টাকা দেয় নাই বলে নিরক্ষর মা-বাবাকে উপোষ রেখেছে। আপনি কখনোই জানবেন না সাউথ আফ্রিকা থেকে আসা প্রতিটা লাশের পেছনে কোন না কোন বাঙ্গালীর দানবীয় থাবা লুকিয়ে আছে।
-
- বিভিন্ন দেশ থেকে ফেরত আসা বাঙ্গালী ভাইদের মাঝে আপনি একজনও অপরাধী পাবেন না, সবাই সাধু। এই সাধুদের মুখে শোনা বুলি থেকে আমরা প্রতিটা দেশের ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা সব সংস্কার করে ফেলি শুধু নিজেদের সংস্কার করি না। সৌদীরা কিন্তু এমন না। যেখানে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের প্রয়োজন সেখানে তারা রাষ্ট্রীয় সংস্কার করছে। যেখানে ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজন সেখানে ধর্মীয় সংস্কার করছে।
-
- একজন সৌদীর অপরাধে আমরা যেভাবে সমস্ত সৌদীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেই, তেমন একজন বাংলাদেশীর অপরাধে তারাও সমস্ত বাংলাদেশীর দিকে আঙ্গুল তোলে। এদিক দিয়ে সৌদী সাধারণ নাগরিক আর আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে তাদের প্রশাসন, মিডিয়া, শিক্ষা ব্যবস্থা সহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সমূহের মাঝে বিশাল পার্থক্য আছে।
-

- এইতো মাত্র কয়েক বছর আগে সৌদী রাষ্ট্রদূত খালাফ বিন মোহাম্মদ সালেম আলী ঢাকায় খুন হন। বাংলাদেশ থেকে বলা হলো, ছিনতাইকারীরা তাকে খুন করেছে, তাদের মিডিয়া এবং জনগণ মেনে নিয়েছে। জামাল খাসোগী নামক একজন সৌদী সাংবাদিক তুরস্কে খুন হয়েছে, ব্যাপারটার সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। তারপরেও ব্যাপারটা আমাদের মিডিয়াও মানতে পারছে না, আমরাও না।
-
- দু'টো বিষয়কে যদি আমরা পাশাপাশি তুলনা করি, একজন রাষ্ট্রদূত পুরো একটা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যদিকে একজন সাংবাদিক মাত্র একটি সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। সে হিসেবে তারা চাইলে আমাদের বিষয়ে আরো বেশি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারত, কিন্তু তারা তা করেনি। তাহলে আমরা কেন এসব নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি? ধর্মীয় কারনে? যারা জামাল খাসোগীকে হত্যা নিয়ে সমালোচনা করে বিশাল ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করছেন, তারা কি বলতে পারবেন ইসলামের সেবায় জামাল খাসোগীর অবদান কি? খুন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঠিক কতজন জামাল খাসোগীকে চিনতেন?
-
- বিষয়টাকে যদি আমরা রাজনৈতিক, মানবিক দৃষ্টিকোনে থেকে যাচাই করতাম তাহলে, কোন আপত্তি ছিলো না। আপত্তিটা হলো যখন আমরা এসবকে ধর্মীয় জ্ঞান মনে করি আলোচনা, সমালোচনা করি। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সৌদী আরবের কোনটা ব্যক্তিগত, কোনটা রাজনৈতিক, কোনটা সাংস্কৃতিক, কোনটা মানবিক, কোনটা ধর্মীয় বিষয়গুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত না করে, আমরা সব কিছুকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখি। কিন্তু তারা আমাদের কোন বিষয়ে নাক গলায় না। এটাই তাদের এবং আমাদের পার্থক্য।
-
- সৌদী আরবের সাথে আমাদের ধর্মীয় আবেগ জড়িত আর এই দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্যরা ফায়দা লুটে। রমজান মাসে নাইট ডিউটি শেষে ফজর নামাযের পর আমাকে গ্রেফতার করা হয়। ফজর নামাযের পর থেকে দশটা পর্যন্ত আমাকে পিছমোড়া হাতকড়া পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো। জান্নাতুল বাকীর গেটের সিঁড়ির নিচের রুমে বিভিন্ন সংস্থার ১০-১২ জন দফায় দফায় এসে আমাকে জেরা করছিলো। সেখান থেকে মসজিদে নববীর পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সেখানেও ৪-৫ জন পুলিশ জেরা করে। সেখান থেকে থানায় পাঠানো হয়।
-
- থানার দারোগা মামলার কাগজপত্র দেখে বললো, সমস্যা নেই কফিল আসলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কফিল যেতে দেরী করায় আমাকে দুই রাত তিন দিন হাজতে থাকতে হয়েছে। থানায় ইফতারের জন্য একটা দধি, তিনটা খেজুর, মোটা ভাত আর সিদ্ধ মুরগী খেতে দেওয়া হয়েছিলো। খেজুর ছাড়া আর কোনটাই মুখে তুলতে পারেনি। খেজুর, টয়লেটের কলের পানি, আর নামেমাত্র খাবার খেয়ে রোজা রাখতে হয়েছে। এসির ঠান্ডার কারনে আমার কোল্ড এ্যালার্জি বেড়ে গিয়েছিলো। গায়ে দেওয়ার জন্য যে কম্বলটা আমি পেয়েছিলাম, আমাদের দেশে গরুকেও এর চেয়ে ভালো কাঁথা দেওয়া হয়।
-
- আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমার মা-বাবা, মুরুব্বীরা কেউ কখনো আমার গায়ে হাত তোলেনি। কিন্তু সেদিন এক পুলিশ আমাকে একটা চড়ও মেরেছিলো। পুরো ঘটনাটা বিস্তারিত না বলে আমি যদি শুধু আমার উপর যে মেন্টাল টর্চার করা হয়েছিলো সেগুলো বর্ণণা করি, তাহলে হয়ত কোন কোন পত্রিকায়, "রোজাদার বাংলাদেশীর উপর সৌদী পুলিশের বর্বর নির্যাতন" শিরোনামে সংবাদও দেখতে পেতেন। অনেকে হয়ত সেই সংবাদ লাইক, কমেন্টে, শেয়ারও করতেন।
-
- পত্রিকাগুলোতে এমন সংবাদ ছাপানোর পেছনে তাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি কাজ করে, কারন তারা জানে সৌদী বিরোধী সংবাদের কাটতি ভালো। ফেসবুক সেলিব্রেটি লেখকরাও এখন সে পথ ধরেছে। আমার বলার পেছনে আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ কিছুটা প্রশমিত হত। কিন্তু আপনার কি লাভ হত? আপনার কি অনেক সওয়াব হত? আপনিতো ঘটনার পেছনের সত্যটাই জানেন না, সত্য-মিথ্যা না জেনে সওয়াব কামাতেন কি করে?
-
- আপনি হয়ত যুক্তি দিবেন মানুষ হিসেবে মানবিক মূল্যবোধকে সমর্থন জানানোর জন্য আপনি আমার পক্ষ নিচ্ছেন। আপনি যদি আমাকে পছন্দ করেন তো আমার জন্য আপনার মানবতা জাগবে, আর আপনি যদি আমাকে অপছন্দ করেন তাহলে মনে মনে বলবেন, "ব্যাটারে জেলে না রাখি, ফাঁসি দিলে আরো ভালো হত।" মানবতাও আজকাল দলীয় হয়ে গেছে।
-
- আমার সাথে যেটা হয়েছে সেটা আমার জন্য মানা কষ্টকর। কিন্তু যদি আমি সৌদী আরব বা বাংলাদেশ নামক দেশটির দিকে তাকাই সে হিসেবে আমি একটা মশাও না। যে কোন দেশের সরকারের তার দেশ এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য যে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকার আছে। এটি কতটুকু জায়েজ, কতটুকু নাজায়েজ সেটা আমাদের ইসলামী স্কলারগণ ব্যাখ্যা দিবেন।
-

- বিশ্বে প্রতিদিন কত কত অমানবিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, যুদ্ধের কারনে কত কোটি কোটি মানুষ মারা যাচ্ছে, সেসব নিয়ে মানবতা জাগছে না, জামাল খাসোগীর মত একজন সাংবাদিক মৃত্যুর পূর্বে যার নামও আমরা অনেকে শুনিনি, মানবতা আজ তার বেলায় জেগে উঠেছে! এর পেছনের অসৎ উদ্দেশ্য বোঝার জন্য আপনাকে অনেক জ্ঞানী হতে হবে না, সামান্য একটু সচেতন হলেই চলবে।
-
- গত সপ্তাহে ফিলিস্তিনীদের হজ্ব ওমরাহ্ পালনে সৌদী আরব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে শিরোনামে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো সংবাদ প্রকাশ করেছে। অনেক ভাই সেই সংবাদ প্রচার করে সওয়াব হাসিল শুরু করেছেন। এর মাঝে এক ভাই সৌদী সরকার ইহুদী, খৃষ্টান, মোনাফেক ইত্যাদি উপাধী দিয়ে লেখা প্রসব করেছেন। আমি উনার প্রোফাইলে গিয়ে দেখলাম তিনি মাদ্রাসা থেকে পড়ালেখা করেছেন।
-
- আরবীর দিক দিয়ে আমি পুরাই নিরক্ষর। আমাদের মত নিরক্ষর লোকেরা যখন কোন ভুল করে তখন অল্প কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু একজন আলেম ভুল করলে পুরো সমাজ বিভ্রান্ত না হলেও তাকে যারা ইমাম মনে করেন তারা সবাই বিভ্রান্ত হয়। উনাকে সচেতন করার লক্ষ্যে এই সংবাদ যে মিথ্যা তা বোঝানোর জন্য একটা লেখা মেনশন করলাম। এরপর তিনি নিজের লেখাটাতো ডিলেট করলেন না, উল্টো ফিলিস্তিন ছেড়ে ইয়ামেন চলে গেলেন।
-
- ভদ্রলোকের সাথে আমি আর কথা বাড়াইনি, কারন প্রথমত, এসব নিয়ে আমি সিরিজের পূর্বের লেখাগুলোতে সামান্য বলেছি। এর বেশি কারো জানার ইচ্ছে থাকলে তিনি নিজ গরজেই খুঁজে নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হলো আমি ইয়ামেন নিয়ে বললে তিনি সিরিয়া চলে যাবেন, সিরিয়া গেলে তিনি কোরিয়া যাবেন। আমরা যাকে ভালোবাসি তার শুধু গুণ তালাশ করি, যাকে ঘৃণা করি তার শুধু দোষ খুঁজি। এটা এক ধরনের মানসিক সমস্যা। এই ভদ্রলোক হয়ত এধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগছেন, বা তিনি দীর্ঘদিন ধরে সৌদী আরব সম্পর্কে নেতিবাচক কথা শোনতে শোনতে সেসব থেকে আর বের হতে পারেন নি।
-
- এ ধরনের মানসিক অস্থিরতা, কিংবা দীর্ঘদিন সৌদী আরব সম্পর্কে নেতিবাচক সংবাদ শোনতে শোনতে অনেকের কাছে সৌদী বিদ্বেষ ইবাদতের পর্যায়ে চলে গেছে। আমরা যতই বলি মূর্তিপূজা, মাজার পূজা, দল পূজা, দেশ পূজায় কোন কোন লাভ নেই, কিন্তু যারা এসবকে ইবাদত মনে করে তারা এসব থেকে বিরত থাকবে না।
-
- যারা সত্যিকার অর্থে দ্বীনের সেবা করতে চান, ইসলামের জন্য কিছু করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য দেশে করার মত অনেক বিষয় আছে। সৌদী আরবের বিষয় সৌদীর আলেম সমাজ এবং জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়াটাই উত্তম হবে। আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারন ঘটনার পেছনের ঘটনা আমাদের অজানা থাকে।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)

বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ--১০

- —————— ——————
- ১)"ইসরাইল বিরোধী মিছিল করা হারাম”—সৌদী গ্র্যান্ড মুফতি
- ২)“ইসরাইলকে অভিশাপ দেওয়া যাবে না”— সৌদী মুফতি

- ২০১৪ সালের দিকে এমনই দু'টো খবর বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। আর তা নিয়ে আমাদের অনলাইনভিত্তিক ধার্মিকরা সৌদী মুফতিকে ইহুদীদের দালাল, কানা দাজ্জাল, দরবারী আলেম যার মুখে যা আসে তা বলা শুরু করলো। তাদের সাথে সাথে তাদের ফ্যান, ফলোয়ার্সরাও এসবে শরীক হয়ে দোজাহানের অশেষ নেকী হাসিল করেছিলো।
-
- এসব ধার্মিক সেলিব্রেটিদের পোস্টে গিয়ে আমি সৌদী গ্র্যান্ড মুফতীর ফতোয়া উল্লেখ করলাম।
- সৌদী গ্র্যান্ড মুফতি বলেছিলেনঃ
-
- "এই ধরণের মিছিল-সমাবেশ ফিলিস্তিনীদের কোন উপকারে আসে না। এই ধরণের গণতান্ত্রিক কার্যক্রম কোন সাহায্য করতে পারবে না। এসব করার চেয়ে তাদের সাহায্যের জন্য ফান্ড গঠন করা, তাদেরকে সাহায্য ও অনুদান দেওয়া, এসবই বেশি কাজে আসবে।"
-
- বাস্তবতার ভিত্তিতে আমরা যদি লক্ষ্য করি সেই কবে থেকে বাংলাদেশে ইসরাইল বিরোধী মিছিল, মিটিং সমাবেশ হচ্ছে এগুলো কি সত্যি ফিলিস্তিনীদের কাজে আসছে? এই যে আমরা বায়তুুল মোকারম থেকে বিরাট বিরাট মিছিল বের করছি, এগুলোতে রোহিঙ্গাদের জন্য বেশি উপকারী হয়েছে? না যারা বিভিন্ন অনুদান সংগ্রহ সাহায্য করেছন তাদেরটা বেশি উপকারী হয়েছে?
-
- গ্র্যান্ড মুফতি অনর্থক কাজ করতে বারণ করে, উপকারী কাজ করতে বলেছেন। কিন্তু আমাদের মিডিয়া সেটাকে বিকৃতভাবে প্রচার করেছিলো আর সেই সাথে আমরাও আমাদের বিকৃত ভাষা প্রয়োগ শুরু করেছিলাম। একই রকম বিকৃতি করা হয়েছিলো দ্বিতীয় ফতোয়ার ক্ষেত্রেও।
-
- ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেছেন, “সমস্ত ওলামারা একমত হয়েছেন যে, ইসরাইল হচ্ছে ইয়াকুব আঃ (ইসহাক আঃ এর পুত্র, ইব্রাহীম আঃ এর নাতি)।”
-
- হিব্রু ভাষায়, ইসরাইল অর্থ হচ্ছে – আল্লাহর বান্দা। ইয়াকুব আঃ এর অন্য আরেক নাম ছিলো ইসরাইল। আর জায়োনিস্ট ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে ইয়াকুব আঃ এর অনুসারী হিসেবে দাবী করার কারণে ফিলিস্থিন দখল করে তাদের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের নাম রাখে ইসরাইল।
-
- শায়খ সালেহ আল-ফাওজান (হাফিঃ) ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, "ইসরাইলকে অভিশাপ দেওয়া যাবে না কারণ ইসরাইলকে অভিশাপ দেওয়া মানে একজন নবীকে অভিশাপ দেওয়া (নাউযুবিল্লাহ)। ইসরাইলকে অভিশাপ না করে, বলতে হবে ইয়াহুদী বা ইয়াহুদী রাষ্ট্রের উপর আল্লাহর অভিশাপ।" কারো যদি মাথায় সামান্য ধর্মীয় জ্ঞান থাকে তার অবশ্যই জানা আছে নবী রাসুলদের গালি দেওয়া কুফুরী।
-
- এখানেও মিডিয়া তথ্য বিকৃত করেছে, সেই সাথে প্রকাশ পেয়েছিলো আমাদের বিকৃত রুচির। গত কয়েক বছর ধরে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি রমজান এবং হজ্বের সময় হলেই আমাদের মিডিয়াগুলো সৌদীর খবর নিয়ে সরব হয়। এই মিডিয়াগুলো কিভাবে শীয়া, কাফের, ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা আমি এই সিরিজের পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম। যেহেতু আমাদের মগজগুলা মিডিয়া পূজা, ব্যক্তি পূজা, দল পূজা, দেশ পূজায় বন্দী তাই এর বাইরে চিন্তা করার ক্ষমতা আমাদের নেই বললেই চলে।
-
- পূর্বেই বলেছি এই ফতোয়া দু'টো নিয়ে আমি বেশ কয়েকজন সেলিব্রেটির পোস্টে গিয়ে মন্তব্য করেছিলাম। সেখানে আমাকে তাদের মুরীদদের কাছ থেকে সৌদী দালাল, ওহাবী, ইহুদী ইত্যাদি কথা শোনতে হয়েছে। তবে এর দ্বারা আমার উপকারই হয়েছে। ২০১০ থেকে ফেসবুক ব্যবহার করলেও লেখালেখির কোন পরিকল্পনাই ছিলো না। কিন্তু এসব সেলিব্রেটি এবং তাদের মুরীদদের আচরণে মনে হলো, আমি কেন অন্যের পোস্টে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করবো? এর চেয়ে আমি নিজেই লেখি, যার পছন্দ হবে তিনি গ্রহণ করবেন, যার পছন্দ হবে না তিনি বর্জন করবেন।
-
- এই সেলিব্রেটিদের মাঝে বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত হাসপাতালের একজন মহিলা ডাক্তার ছিলেন। তার পোস্টে আমার কমেন্টে যে রিপ্লাই এসেছিলো তার জন্য আমি একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম। তিনি রিপ্লাইতে বললেন, "আপনি জানেন না সৌদীরা কত খারাপ! তারা রাস্তা ঘাটে *ক্স করে, এনাল করে, কাজের মেয়েদের এরা যৌনদাসীর মত ব্যবহার করে, এদের মত বিকৃত যৌনাচারী দুনিয়াতে আর নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি।
-
- উনি পোস্টটা করেছিলেন ধর্মীয় আমার মন্তব্যটাও ছিলো ধর্মীয় কিন্তু তিনি চলে গেলেন তাদের ব্যক্তিগত জীবনে। উনার ঐ ব্যাপারেও আমি ব্যাখ্যা দিলাম। উনি একটার পর একটা প্রসঙ্গ আনলেন, আমি একটার পর একটা ব্যাখ্যা দিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে ব্লকই করে দিলেন।
-

- এই সিরিজটা লিখতে গিয়েও লক্ষ্য করেছি, আমি হয়ত ধর্মীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করছি, অনেকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে আনেন। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে লিখলে অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গ টেনে আনেন। এসবের দুইটা কারন থাকতে পারে একটা হলো কৌতুহল, আরেকটা হলো বিদ্বেষ পোষণ করার মত উসিলা খোঁজা। যারা কৌতুহলী তাদের অপেক্ষা করতে হবে।
-
- আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এই সিরিজটা লিখছি। আমার জানা, শোনা, দেখার সাথে অন্যেরা একমত হবে এমনটা আশা করি না। তাই যারা বিদ্বেষ পোষণ করে দোজাহানের কামিয়াবী হাসিল করতে চাইছেন, তাদেরকে আমি বাধা দেই না।
-
- আমাদের আঞ্চলিক প্রবাদে আছে, "এক গপ করে হুতের বৌর কাছে, আরেক গপ করে না দেইয়ার কাছে" অর্থাৎ, "ছেলের বৌ আর না দেখা লোকের কাছে মানুষ বেশি গল্প করে।" এক সময় প্রবাসীদের কাছে গল্প শোনতাম বিমান বালারা হাতা, পা টিপে দেয় শরীর ম্যাসেজ করে দেয়। এখন সেসব গল্প মনে পড়লে হাসি আসে।
-
- সৌদী আরব নিয়েও আমাদের দেশে এমন এমন অনেক মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে। এসব শোনে শোনে আমাদের দেশের নারী-পুরুষরা ভাবে সৌদী একটা খোলামেলা যৌনদেশ। সৌদী আরবের বড় বড় রাস্তাগুলোতে স্থায়ী এবং অস্থায়ী দু'ধরনের ক্যামেরা বসানো, সেই সাথে স্থায়ী এবং অস্থায়ী চেক পয়েন্ট। আছে গাড়িতে টহলরত ট্রাফিক পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ। এত প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে কে যাবে গাড়িতে সন্তান উৎপাদনের কর্ম করতে!
-
- এখানকার পার্কগুলোতে নারী-পুরুষের হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দেখে আপনার মনে বিন্দুমাত্র কুচিন্তা আসবে না, কারন ভদ্র মহিলার পুরো শরীর কালো বোরকা দ্বারা আবৃত। যেহেতু তারা স্বামী-স্ত্রী তাই ঘর ছেড়ে আমাদের দেশের মত তাদের পার্কে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।
-
- কেউ ঘরে উঁকি দিলে রাসূল (সাঃ) খোঁচা মেরে তার চোখ কানা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তারপরেও যেহেতু আমাদের অন্যের ঘরে উঁকি মারার বদঅভ্যাস সেহেতু আসি ঘরোয়া ব্যাপারে। সৌদীদের হোটেল রূমগুলোতে কোন কাজের প্রয়োজন হলে নারীদের তারা অন্য রূমে বা বাথ রূমে ঢুকিয়ে রাখে। নারীবাদীদের কাছে এটি বন্দীত্ব মনে হতে পারে, কিন্তু ইসলামপন্থীদের কাছে নারীকে পর পুরুষের নজর থেকে রক্ষা করার শরীয় বিধান।
-
- বাসা বাড়িগুলোতে দরজায় নক করলে পাঁচ-ছয় বছর বয়সী বাচ্চারা এসে জিজ্ঞেস করবে কি চাই? কাকে চাই? ভিতর থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত বাচ্চারা দরজা থেকে সরবে না, আপনাকে ঘরেও ঢুকতে দিবে না। আপনার মাঝে ধর্মীয় জ্ঞান না থাকলে আপনার মনে হবে এগুলা চুল পাকনা পোলাপাইন, আর ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে মনে হবে মুসলিম বাচ্চাদের এমনই সতর্ক হওয়া উচিত।
-
- প্রতিটা বাসার নিচে দারোয়ান এবং ড্রাইভারের জন্য আলাদা রুম আছে। কোন প্রয়োজন হলে তারা বাচ্চা, কাজের মেয়ে বা ফোন করে লিফটে টাকা পাঠিয়ে দিবে। কোন অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে শিরোচ্ছেদের মত শাস্তির বিধান আছে। এত সব ঘটনার পরেও হয়ত দু'একটা অঘটন ঘটে যায়, আর তা নিয়েই আমাদের মাতামাতি।
-
- আসি গৃহকর্মীদের ব্যাপারে। সৌদী আরবের বেশিরভাগ হাউজ ড্রাইভার, গৃহকর্মী ইন্দোনেশিয়ান। তিন কি চার বছর আগে ইন্দোনেশিয়া সৌদী গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করে দেয়। এমনকি তাদের যেসব গৃহকর্মী এবং হাউজ ড্রাইভার ছুটিতে গিয়েছিলো ইন্দোনেশিয়ার সরকার তাদের ভিসাও গুলোও বাতিল করে দিয়েছিলো।
-
- এ বিষয়ে আমার ইন্দোনেশিয়ান কলিগরা বললো, এক ইন্দোনেশিয়ান গৃহকর্মীকে সৌদী রেপ করতে গেলে মেয়েটা সৌদীকে খুন করে। বিচারে ইন্দোনেশিয়ান মেয়েটির ফাঁসি হয়। ইন্দোনেশিয়ান দূতাবাসকে না জানিয়ে মেয়েটির বিচার কার্য এবং ফাঁসি কার্যকর করার প্রতিবাদে ইন্দোনেশিয়ান সরকার সৌদীতে গৃহকর্মী নিয়োগ বন্ধ করে দেয়।
-
- ইন্দোনেশিয়ার গৃহকর্মীদের ভিসা বন্ধ করে দেওয়ার পর, অনেক পুরাতন গৃহকর্মী ওমরাহ ভিসায় তাদের কফিলের কাছে ফেরত গেছে। এদের অনেকের সাথে অধমের কথা হয়েছিলো। আমরা যেমনটা মনে করি সৌদীতে গৃহকর্মীর কাজ করা মানেই যৌনদাসী, আসলে তেমন টা না। আর এটি আপনি স্বাভাবিক জ্ঞানেই বুঝে নিতে পারেন কফিল অত খারাপ হলে এই মেয়েরা অবৈধ ভাবে ফিরে আসত না।
-

- ইন্দোনেশিয়ান জটিলতার পর সৌদী সরকার বর্তমানে আইন করেছে, একজন গৃহকর্মীর সাথে স্বামী এবং ভাই বা দু'জন নিকটাত্মীয়কে কাজ দিতে হবে। এবং এই ভিসার বিমান ভাড়া থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ কফিলকে বহন করতে হবে। ইন্দোনেশিয়ানরা এই সুযোগকে সৎ ভাবে গ্রহণ করলেও আমরা এর মাঝে দূর্নিতী ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমরা তিনটা ভিসা তিনজনের কাছ বিক্রি করে তিনগুণ মুনাফা অর্জন করি। আমাদের দেখিয়ে দেওয়া পথে কিছু সৌদীরাও হাঁটছে। সব দেশেই কিছু অসৎ লোক থাকে।
- যৌন সমস্যা ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের যে সমস্যাগুলোতে পড়তে হয় তার মধ্যে প্রথম হলো কথা বলা। ছেলেরা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারলেও মেয়েদের অন্তত এক বছর বোবার মত জীবন যাপন করতে হবে। কারন ভাষা বুঝতে তার অনেক সময় লাগবে। খাবারের সমস্যা আছে, সৌদীরা যা খাবে তাকেও তাই খেতে হবে। ঘুমেরও সমস্যা আছে, কারন সৌদীরা রাত বারটায় ঘুমায় আবার তাহাজ্জুদের সময় উঠে যায়। দিনে তারা ঘুমাতে পারলেও গৃহকর্মী ঘুমাতে পারছে না।
- প্রবাসে বিশেষ করে সৌদীতে এসে দুই ফোঁটা চোখের পানি ঝরায় নি, এমন একজন বাঙ্গালী পুরুষ আমার মনে হয় পাওয়া যাবে না, সেখানে মেয়েদের অবস্থাটা কেমন হতে পারে? তারপরেও আমরা আসছি বা আসতে বাধ্য হচ্ছি।
- কিছু দিন পূর্বে কুয়েতে ফিলিপাইনের এক গৃহকর্মীকে নির্যাতনের প্রতিবাদে সে দেশের সরকার কুয়েতে গৃহকর্মী নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন আমাদের মত অত উন্নত নয় কিন্তু তারা প্রতিবাদ করতে শিখেছে। একে বলা হয় বীরত্ব। এই যে আমাদের দেশে সৌদীতে এত এত নারী নির্যাতনের সংবাদ প্রচার করেছে কোন একটা ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন প্রতিবাদ করা হয়েছে?
- আপনি, আমি, আমরা যতই রাজনৈতিকদের পূজা করি, তারা কিন্তু আমাদের মানুষই মনে করে না। তারা চায় আপনি আপনার শ্রম বিক্রি করেন, আপনার মেয়ে তার ইজ্জত বিক্রি করুক সেই অর্থ দিয়ে তারা আপনাকে কাঙ্গালী ভোজের এক টুকরো হাড্ডি নতুবা জন্মদিনের এক টুকরো কেক ছুঁড়ে দিবে যেভাবে কুকুরের সামনে তার প্রভু খাবার ছুঁড়ে মারে।
- আমরা যতই নিজেদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বীর, বাঙ্গালী বীরের জাতি এসব বলি বাস্তবতা হলো আমরা সুবিধাবাদী, কাপুরুষের, গোলামের জাত। আমরা আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আলেকজেন্ডার, জুলিয়াস সীজার, মোহাম্মদ বিন কাসেম, সালাহউদ্দীন আইয়ুব, চেঙ্গিস খান, বাবরের সমতুল্য একজন বীর দাঁড় করাতে পারবো না। আমাদের ইতিহাস হলো শাসকরা যখন শোষণ করতে করতে আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেয় তখন তীতুমীরের মত মুষ্টিমেয় লোক প্রতিবাদ জানায়। বাকিরা লুটপাট, মোসাহেবী, তামাশা, সমালোচনা, সুযোগ খুঁজতে ব্যস্ত থাকে।
- আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এসব প্রতারক, মিথ্যাবাদী, সুবিধাবাদী, লম্পট, চরিত্রহীন, ধর্মীয় জ্ঞান বিবর্জিত লোকদের দখলে। কিন্তু ধার্মিকদের অবস্থানটা কি?
- আমাদের ধার্মিকরা ফতোয়া দেয় চুরি করলে হাত কেটে দিতে হবে, কিন্তু ইসলাম যে তার চুরি করার কারন দূর করার নির্দেশও প্রদান করে সেটা বলেন না। ইসলামে মেয়েদের উপর সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পড়ে না। মাহরাম ছাড়া মেয়েদের সফরও নিষিদ্ধ করে। এই মেয়েগুলো কেন দেশ ছেড়ে প্রবাসী হচ্ছে, দেশে এদেরকে সাবলম্বী করার কোন চিন্তা আমাদের ধার্মিকদের মাঝে নেই।
- আপনি সৌদীর কোন মেয়েকে কটূক্তি করলে স্বাক্ষী, প্রমাণ ছাড়াই সাজা হয়ে যাবে। অথচ আমাদের দেশে রাস্তা-ঘাটে, স্কুল-কলেজে, হাটে-বাজারে মেয়েরা কত রকম বাজে ব্যবহারের শিকার হয়। যেসব ধার্মিকরা সৌদীর নারীর নির্যাতন নিয়ে বিশাল বিশাল প্রতিবাদ রচনা করেন, সেসব ধার্মিকরা কি কখনো এসব প্রতিরোধ করেছেন? আমরা আসলে আত্মসমালোচনা করতে পারি না, যেটা পারি সেটা হলো অন্যের সমালোচনা। যার কারনে আমাদের কোন উন্নতি হয় না, আর এসবের ফল ভোগ করতে হয় আমাদের মা-বোনদের।
- (লেখকঃ--->>সাইদুর রহমান।)
- [বিঃদ্রঃ সৌদির দালালী নয় বরং মানুষের ভুল ধারণা ভেংগে দেয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য]
- #সৌদি_আরব_The_Land_of_Tawheed ♥
- (Y) শেয়ার করে সবাইকে জানিয়ে দিন।

- **বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ-১১**

- ----- -----
- বাঙ্গালী সেক্যুলার সমাজের মুসলমানরা দুই ভাগে বিভক্ত। একদল কমিউনিস্ট বা বামপন্থী। নাস্তিক এবং ইসলাম বিদ্বেষীরা এই দলের অন্তর্ভূক্ত। আরেক দল হলো ধর্ম যার যার উৎসব সবার টাইপের মুসলমান। এদেরকে নাস্তিকও বলা যায় না, আবার কাফেরও বলা যায় না। এরা মদিনা সনদেও বিশ্বাস করে, আবার মা দূর্গার আশীর্বাদেও বিশ্বাস করে। শুক্রবারে মসজিদে যায়, আবার পূজোর সময় মন্দিরে গিয়েও ঢোল পেঠায়।
- কমিউনিস্টদের একদল রাশিয়া পন্থী, আরেকদল চীনপন্থী। শিক্ষা, মিডিয়া, প্রশাসন, পররাষ্ট্রনীতির মত দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো কিন্তু এই সেক্যুলারদের দখলে। এরাই আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী। ইহুদীরা যেভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্বটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তদ্রুপ বাংলাদেশটাও এদের নিয়ন্ত্রণে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যুতে এদের মত বিরোধ থাকলেও সৌদী বিদ্বেষ এবং সৌদী বিরোধী প্রচারণার ক্ষেত্রে এরা একই গোয়ালের গরু।
- এসব সেক্যুলারদের ব্যবসার মূলধন হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ইরাক ব্যতীত আরব বিশ্বের কোন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের সময় সমর্থন করে নি, তাই সেক্যুলারদের দৃষ্টিতে সৌদী আরব পাকিস্তানের মত মৌলবাদী এবং জঙ্গী রাষ্ট্র। আরব বিশ্বের মুসলমান রাষ্ট্রগুলো কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করে নি, সেটি বোঝতে হলে আপনাকে তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতি দেখতে হবে।
- তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতি আমেরিকা এবং সেভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই পরাশক্তিতে ভাগ ছিলো। দক্ষিণ এশিয়ার দুই বৃহত্তর শক্তি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি আমেরিকা মুখী, অন্যদিকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি রাশিয়া মুখী। বিশ্ব পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখবেন মুসলিম দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতি সব সময় আমেরিকা পন্থী।
- এর বাইরে পাকিস্তানের চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ভারতের ইসরাঈলের সাথে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসরাঈল অস্ত্র দিয়েছিলো যা ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এসে পৌঁছায়। ভারতীয় গবেষক শ্রীনাথ রাঘবানের লেখা '১৯৭১ অ্যা গ্লোবাল হিস্টোরি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ' নামক বইটিতে এই তথ্য উঠে এসেছে।
- রাশিয়া, ইসরাঈল, ভারতের মত অমুসলিম দেশগুলোর বাংলাদেশীদের সহায়তা মুসলিম বিশ্ব সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সে সন্দেহের অবসান ঘটেনি। স্বাধীনতার পর আমেরিকা, চীনের ক্ষেত্রে সেক্যুলাররা নমনীয় হলেও সৌদী আরবের যে কোন বিষয় এদের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। যেহেতু এরা তেমন ধর্ম-কর্মের ধার ধারে না, তাই এদের কাছ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন ইতিবাচক ধারণা আমরা আশা করি না।
- জাতীয়তাবাদীদের বিষয়টা যদি ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে আমরা দেখতে যাই, তাহলে ইসলামে জাতীয়তাবাদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে এক কথায় মূল্যায়ন করতে গেলে বিদ্রোহী কবির সেই অমর বাণীটি স্মরণ করতে হয়, "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আরেক হাতে রণ তূর্য্য।"

-
- প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একপাশে যেভাবে আলেমগণকে রেখেছেন, সেভাবে অন্যপাশে সেক্যুলার, কমিউনিস্ট সহ অন্যদেরও জায়গা করে দিয়েছেন। এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে একজন ডাকাত আর একজন ডাক্তার উভয়ের মূল্য মাত্র এক ভোট। যেহেতু তিনি দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সেহেতু তাকে উভয় দিকে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়েছে।
-
- সৌদী আরবের সাথে জিয়াউর রহমানের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিলো যে, জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর হতে সৌদী রাজ পরিবারের আতিথেয়তায় জিয়া পরিবারকে প্রতি বছর রমজানে ওমরাহ করার সুযোগ দেওয়া হয়। আপনি যদি দলকানা না হন, তাহলে আপনাকে মেনে নিতে হবে এটি জিয়া পরিবার এবং বাংলাদেশের জন্য একটি বিরল সম্মাননা। তাহলে জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থকরা সৌদী বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করে কেন?
-
- একটু পূর্বে যেটা বললাম, গণতান্ত্রিক রাজনীতি। একটি গণতান্ত্রিক দলে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ থাকে। এই দলটিতেও আছে মাজার পূজারী, পীর পূজারী, বিদআতি, সেক্যুলার, কমিউনিস্ট সহ বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ যাদের বিষয়ে এই সিরিজের পূর্বের লেখাগুলোতে বলেছিলাম। এদের সাথে যোগ হয়েছে হতাশাগ্রস্ত এবং সুবিধাবাদী নেতা-কর্মীরা।
-
- হতাশাগ্রস্ত লোকরা সব সময় অন্যের দোষ ধরায় পারদর্শী। আর সুবিধাবাদী লোকেরা অন্যের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করতে পছন্দ করে। এই হতাশাগ্রস্ত এবং সুবিধাবাদীদের কথা হলো কেউ তাদেরকে গদিতে বসিয়ে দিলে, তারা ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে তারা নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য কখনো হেফাজত, কখনো জামাত-শিবির, কখনো সৌদী আরবকে দোষারোপ করে সান্ত্বনা খোঁজে।
-
- গত এক দশকে বাংলাদেশের মানুষ যখনই কোন ন্যায্য দাবী তুলেছে তখনই সেক্যুলাররা তাকে জামাত-শিবিরের ষড়যন্ত্র বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। যখন কেউ সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছে তাকে জামাত-শিবিরের লোক বলে টুটি চেপে ধরেছে। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে জামাত-শিবির হয়ে গেছে সুপারম্যানের মত কাল্পনিক শক্তিশালী। আর জামাত-শিবিরের কর্মীরা মনে করতেছে যে, আমরাতো দেশীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে, এবার বিশ্ব রাজনীতি শুরু করি।
-
- বাস্তবে সাধারণ মানুষ জামাত-শিবিরের রাজনীতিকে কতটুকু বুঝতে পেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক গোলাম আযমের রাজনৈতিক দূরদর্শীতাকে উপমহাদেশের আরেক কিংবদন্তী রাজনীতিবিদ মাওলানা আবুল কালামের আযাদের সাথে তুলনা করা যায়। ভারতের স্বাধীনতার জন্য মাওলানা আবুল কালাম আযাদ জেল খেটেছেন, ইংরেজদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিন্তু ভারত-পাকিস্তান আলাদা হোক এটি তিনি সমর্থন করেন নি।
-
- কারো সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল না থাকলে তাকে যদি দেশদ্রোহী বলা যায় তাহলে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, সুভাষ চন্দ্র বসুর মত অনেক নেতাই দেশদ্রোহী।
-
- অনেকেই গোলাম আযম সাহেবের ৭১ এর ভূমিকা টেনে আনেন। ৭১ এ তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে ২০১২ সালের ১১ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন, "১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারা রাজনৈতিক নেতাগণ জনগণকে জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনে বিজয়ী নেতৃবৃন্দ দেশে না থাকায় সাহায্যপ্রার্থী অসহায় জনগণের সমস্যার সমাধান করাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব ও চেষ্টা ছিল। আমিও এ চেষ্টাই করেছি।"
-
- স্যার হুমায়ুন আহমেদ স্বীকার করেন যে ,তাঁর নানা একজন রাজাকার ছিলেন। এবং তাঁর নানা এবং মামাদের মত ভালো মানুষ অত্র তল্লাটে ছিলো না। নিজের নানা যখন রাজাকার তখন তিনি সম্মানী ভালো মানুষ, কিন্তু অন্যের বেলায় "তুই রাজাকার"। এটি হচ্ছে আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ী চেতনাবাদী মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের আসল রূপ।
-
- বৈরি মিডিয়ার কারনে মাওলানা গোলাম আযমের রাজনৈতিক চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় নি। আজ যখন সবার হাতে হাতে সোশ্যাল মিডিয়া এসে গেছে, তখন জামাত-শিবিরের কর্মীরা নিজেদের আদর্শ-উদ্দেশ্য প্রচার করার চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণে বেশি ব্যস্ত। সেক্ষেত্রে তাদের সৌদী বিদ্বেষী মনোভাব শিয়াদেরকেও হার মানিয়েছে।
-

- জামাত-শিবির টিভি চ্যানেল চালু করলে ঠিক আছে, সৌদী সিনেমা হল চালু করলে ইসলাম ধ্বংস হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মেয়েরা ছাত্রীসংস্থা করলে ঠিক আছে, সৌদী মেয়েরা চাকুরী করলে এটা উচিত না। নিজেদের কর্ম পদ্ধতির দিকে না তাকিয়ে এভাবেই তারা সৌদী সমালোচনায় মুখর। সাধারণত কলেজ এবং আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা এই দলটির সমর্থক। এদের মাঝে অনেকেই আবার আহলে হাদীসের সমর্থক। আহলে হাদীসদের শায়খদের প্রায় সবাই সৌদী পন্থী। তাহলে জামাত-শিবিরের কেন এই সৌদী বিদ্বেষ?
-
- আমরা দেখেছি, বিচারের নামে প্রহসন করে জামায়েতে ইসলামীর বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে। এটা নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশই নিন্দা জানিয়েছে কিন্তু সৌদী আরব ছিলো নিরব। এটিই হচ্ছে তাদের সৌদীর প্রতি আক্রোশের কারন।
-
- জামাত-ইসলাম প্রায় সময়েই নিজেদেরকে ব্রাদারহুডের অনুসারী পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রথম প্রথম ব্রাদারহুডের সাথে সৌদীর সম্পর্ক ভালো থাকলেও পরে অবনতি ঘটে। রাজনীতিতে রাজার সাথে রাজার সম্পর্ক, দলের সাথে দলের। সৌদী যেহেতু রাজতান্ত্রিক দেশ সেহেতু তারা যে কোন দেশের সরকারের সাথেই সম্পর্ক বজায় রাখে।
-
- আমেরিকা, ভারত এদেরকে আমরা কেন ঘৃণা করি? কারন এরা আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ সব বিষয়ে নাক গলায়। সৌদীকে কেন ঘৃণা করি? কারন তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ে নাক না গলিয়ে দেশের সব দলের জনগণের প্রতি ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়।
-
- স্বাধীনতার পর সেক্যুলার সরকারের প্রতি ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো, অহংকারের বশে তারা সে হাত মিলায় নি। জিয়াউর রহমান সে ভুল করেন নি। সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আজ পর্যন্ত অটুট আছে। যদি সেটি ছিন্ন করতে চাইত তাহলে এরশাদের সাথে তারা কোন সম্পর্ক রাখত না। কাউকে ক্ষমতায় বসানো বা নামানোর রাজনীতি যদি তারা করত তাহলে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়াকে রাজপথে নামতে হত না।
-
- আমাদের জামাত-শিবিরের ভাইযেরা এতই ধার্মিক যে, তারা শিয়া-সুন্নী বিভেদ মানেন না; কিন্তু ক্বাওমী আলেমরা মোনাফেক, দরবারী, বিদআতী, বেঈমান এসব বলে খুব সুন্দরভাবে ক্বাওমী আলেমদের সাথে বিভেদের দেয়াল তুলে দিতে পারেন। অথচ ইতিহাস বলে শিয়া-সুন্নী বিভেদ তৈরী হয়েছে সাহাবীগণের আমলে, আর কলেজ-আলিয়া-ক্বাওমী বিভেদ হয়েছে ইংরেজ আমলে।
-
- যারা তিনশ বছর আগের বিভেদ মীমাংসা করতে পারেন না, তারা চৌদ্দশ বছর আগের বিভেদ মীমাংসা করতে পাররবেন! এটি কি আদৌ সম্ভব, নাকি ভোটের রাজনীতিতে ভোট পাওয়ার ধান্ধা?
-
- উপমহাদেশের রাজনীতিতে ক্বাওমী আলেমগণের ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যবাহী, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একটা সময় ক্বাওমী আলেমগণ সৌদীপন্থীই ছিলেন, সেজন্য বিদআত পন্থীরা ক্বাওমী আলেমগণকে ওহাবী বলে গালিগালাজ করত। ইদানীং সৌদীদের সাথে আমাদের ক্বাওমী আলেমগণের দূরত্ব বেড়ে চলেছে।
-
- কিছু আলেমের সাথে আক্বীদা বা বিশ্বাসগত কারনে দূরত্ব। আর কিছু আলেমের সাথে রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারনে দূরত্ব। বিশ্বাসগত কারনে যে দূরত্ব সেটা ইনশাআল্লাহ এক সময় ঠিক হয়ে যাবে। আর রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারনে যে দূরত্ব সেটা আদৌ ঠিক হবে কি না, আল্লাহ ভালো জানেন।
-
- ব্যবসায়িক বিষয়গুলো হলো মাজার, পীর, সূফী, দরবেশ ইত্যাদি। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কারো যদি একটা মাদ্রাসা আর কিছু ছাত্র থাকে তিনিই রাজনৈতিক দলের দোকান খুলে বসেন। অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র ক্বোরানে বলেছেন, "তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ো না।" উনারা বলেন, গণতন্ত্র হারাম, কিন্তু উনাদের মার্কায় ভোট দিলে পাবেন বেহেশতের আরাম।
-
- এই গণতন্ত্র আমাদের কি দিয়েছে তার সামান্য উদাহরণ দেই- বাবা ছেলেকে বলছে, "সেক্যুলাররা কোন মানুষের বাচ্চাই না।" ছেলে বাবাকে বলছে, "জাতীয়তবাদীরা সব পাগল।" ভাই ভাইকে বলছে, "জামাত-শিবির রগ কাটা রাজাকারের দল।" অপর ভাই বলছে, "পীর হইলো ঈমাণ চোর, ভন্ড।" এদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক।
-

- অনলাইনেও আমরা প্রতিদিন অহরহ জারজ, কুত্তা, শুয়োর এ ধরনের শব্দে একজন আরেকজনকে গালাগাল করছি। ধর্মীয় দিক দিয়ে আমাদের মাঝে একজন অপরজনকে সংশোধনের যতটুকু না উদ্দেশ্য থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে দলীয় উদ্দেশ্য।
-
- আমরা প্রায় সবাই গণতান্ত্রিক দলের জন্য জীবন দেওয়া, জীবন নেওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা মুসলমান। অথচ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" যারা নিজেদের রাসূল (সাঃ) ওয়ারিশ পরিচয় দিয়ে আমাদেরকে ইসলামের পথে আহবান করেন তারা নিজেরাই একে অপরের কাপড় খুলতে ব্যস্ত।
-
- রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।" আর আমাদের কাছে, "খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তি যে আমার দল করে।" দলের জন্য নিজের বাবা-মেয়েকে, মা-ছেলেকে, স্বামী-স্ত্রীকে, ভাই-ভাইকে ছোট করার সামান্য প্রবণতাও সৌদীদের মাঝে নেই।
-
- এখানে ধর্মের বাণীকে বিকৃত করে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ বা দলের স্বার্থ হাসিল করতে গেলে সৌদী শরীয়াহ পুলিশ পিঠাই পাছা লাল কইরা দিবে। তো আমাদের মত দলবাজ ধার্মিক এবং আমলহীন আলেমদের কাছে সৌদীকে অমুসলিম, ইহুদী, আমেরিকার দালাল মনে হতেই পারে।
- (কলাম--->>সাইদুর রহমান।)
- বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ
- https://jannaterpoth.wildapricot.org/banglair-soudi-biddesh-part-sirij-sakol সকল লিঙ্ক
- বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ পর্বঃ-১১ = ১০ পর্যন্ত হয়েছে এবার-১১

প্রশ্ন : এদেশের আলেমগণ মক্কা-মদিনার শাইখ বিরোধী কেন ??

- সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 days ago news, read online articles, বাংগালীর সৌদি বিদ্বেষ, সৌদি আরব-The Land of Tawheed

- প্রশ্ন : এদেশের আলেমগণ মক্কা-মদিনার শাইখ বিরোধী কেন ??
  উত্তর :
  রাসুল (সাঃ)বলেনঃ
  " মানুষ হন্যে হয়ে ইলম অনুসন্ধান করবে, তবে মদিনার আলেমের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ কোন আলেম তারা খুজে পাবেনা।"
  (সহীহ মুসলিম-372, নাসাঈ:৪২৭৭)
  @ আমাদের দেশের কিছু আলেম ওলামাদের মুখে চরম সৌদি বিরোধী প্রচারনা শুনতে শুনতে বড় হয়েছি এবং এখনো শুনছি। যেখানে মানবতার শ্রেষ্ঠ মানব রাসুল (সাঃ) জন্মেছেন এবং আজো মদিনার মাটিতে শুয়ে আছেন।যেখানে রাসুল (সাঃ) এর অসংখ্য সাহাবী, তাবেই,

তাবে-তাবেইন শুয়ে আছে।যেখান
থেকে ইসলামের জন্ম, যেটি মুসলিমদের
পূন্যভুমি, যেখানে কখনো দাজ্জাল প্রবেশ
করতে পারবেনা। সেই মক্কা-মদিনা এবং
তার জনগোষ্ঠির প্রতি কেন এতটা "ঘৃণা"।
ওলামাদের বড় একটা অংশের সাথে
মক্কা-মদিনার আলেম ওলামের বেশকিছু
আকিদাগত পার্থক্য আছে , আর একারনেই
আমাদের আলেমগন সৌদীর আলেমদের
বিরোধিতা করে থাকেন।
আকিদার চেয়ে অন্য কোন বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ
নয়। আকিদা শুদ্ধ হলে ঈমান শুদ্ধ, তা নাহলে
ঈমান থাকবেনা। আকিদা সঠিক না হলে
আমল কোন কাজে আসবেনা।
আমাদের দেশের যে সকল আলেমগন
মক্কা-মদিনার আলেমদের অনুসরন করে
অথবা যে সকল আলেমগন মদিনা
ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশুনা করে
আমাদের দেশে দ্বীণ প্রচার করছে
তাদেরকে ওহাবী, লা মাযহাবি, আহলে
খবিশ, ইহুদী-খ্রীস্টানদের দালাল, এমনকি
কাফের আখ্যা দিতে ও এরা কার্পন্যবোধ
করেনা।
ইতিহাস বলে, বিশুদ্ধ ইসলাম -
মক্কা মদিনা হতে যাত্রা করে➳ সিরিয়া
দিয়ে➳ ইরাকে হক্ব-বেহক্ব মিশিয়ে
মাজহাব বানিয়ে,পীরের শির্ক-বিদাত
মিশে বিকৃত হয়ে➳ ইরানে শিয়াদের
আকিদায় স্নান করে, শিয়াদের ফার্সি
ভাষার কিতাব নিয়ে, কর্তিত, মিশ্রিত,
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভারতে তথা ➳ ইংরেজ
গভর্নর ড. ম্যাকলির সিলেবাসে বিদাত-
শির্ক মিশে আজকের দেশীয় হালুয়া
মার্কা ভেষজ ইসলাম,
তাহলে আমরা কেমন ইসলাম পালন করছি ?
আল্লাহ বলেন পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে
প্রবেশ কর।.. (বাকারা: ২০৮)!
প্রযুক্তির উন্নতিতে স্পষ্ট হল আমাদের
বর্তমান ক্ষত-বিক্ষত ইসলাম, মদিনার ইসলাম
হতে অনেক ভিন্নতা পেয়েছে?

https://sarolpoth.blogspot.com/(জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে

আল্লাহর সন্তুসটি জন্য এখন ও কি আমরা কি
মদিনার বিশুদ্ধ ইসলামে (কুরআন-সুন্নাহ)
সহি-আকিদায় ফিরে যাব না?
আমাদের ভাববার সময় এসেছে,
আমরা কি আমাদের পীর-ফকির-দরবেশ-
সুফিদের বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনি এবং
শিরক-বিদাত মিশ্রিত ইবাদত-বন্দেগী
নিয়ে থাকব নাকি মক্কা-মদিনার
আলেমদের অনুসরণ করবো।
সিদ্ধান্ত যার যার,
আল্লাহ উত্তম তাওফিকদাতা!

আপনি চাইলে -Whatapps-Facebook-Twitter-ব্লগ- আপনার বন্ধুদের Email Address সহ অন্য Social Networking-ওয়েবসাইটে শেয়ার করতে পারেন-মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন। "কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা" [সহীহ্ মুসলিম: ২৬৭৪]-:-admin by rasikul islam নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিটকরুন -এই ওয়েবসাইটে - https://sarolpoth.blogspot.com/ (জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে runing update),<> - https://rasikulindia.blogspot.com (ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে, পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারবেন).

আপনাদের সহযোগিতায়

রাসিকুল ইসলাম (ভারত)

আপনাদের সামনে নিয়ে আসব-মেন সার্ভার,(পছন্দ মত)'কাজ চলিতেছে' সেরা-১ নং-সহীহ-বিশুদ্ধ ওয়েবসাইট

নিজস্ব সার্ভার মাত্র।একদম বিনামুল্যে- পরিষেবা,দোয়া করিবেন সকলে। আমাদের জন্য-

ওয়েব- rasikulindia.blogspot.com/ ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে